ইসলামী জীবন পদ্ধতি

منهاج المسلم – اللغة البنغالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الزلفي
Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

منهاج المسلم

ترجمه إلى اللغة البنغالية:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الثالثة: ١٤٤٦/٠٧ هـ

ح شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤٢١هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

شعبة توعية الجاليات بالزلفي

منهاج المسلم / شعبة توعية الجاليات بالزلفي

١٠٠ ص؛ ١٢ × ١٧ سم

ردمك : ٤-٠١-٨١٣-٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١-الإسلام- مبادئ عامة أ. العنوان

ديوي ٢١١ ٢١/٤٣٧٤

رقم الإيداع : ٢١/٤٣٧٤

ردمك : ٤-٠١-٨١٣-٩٩٦٠

منهاج المسلم

ইসলামী জীবন পদ্ধতি

আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা

মু'মিন আল্লাহর উপর ঈমান আনে। অর্থাৎ, স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকার করে। আর এ কথাও স্বীকার করে যে, তিনিই আসমান ও যমীনের একমাত্র স্রষ্টা। উপস্থিত ও অদৃশ্য সব কিছুরই খবর তিনি রাখেন এবং সকলের প্রতিপালক ও মালিক তিনিই। তিনি ব্যতীত সত্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি সর্ব গুণে গুণান্বিত। প্রত্যেক দোষ থেকে তিনি পবিত্র। শরীয়ত ও যুক্তির কষ্টিপাথ তাঁর অস্তিত্বকে প্রমাণ করে। যেমন, আল্লাহ তাআ'লা নিজেই তাঁর অস্তিত্ব, সৃষ্টির প্রতিপালকন, তাঁর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত ক'রে বলেন,

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي- اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف:٥٤]

"নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি নভমণ্ডল ও ভূমণ্ডলেক ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি রাতকে দিনের দ্বারা এমনভাবে আচ্ছাদিত করেছেন যে, দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পিছনে আসে। আর সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র-রাজিকে, যা তাঁরই আজ্ঞাধীন। জেনে রাখ, সৃষ্টি করা এবং নির্দেশদান তাঁরই কাজ। তিনি মহিমময় বিশ্ব প্রতিপালক।" (সূরা আ'রাফ ৫৪) তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [القصص ٣٠]

"হে মূসা! আমিই আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।" (ক্বাসাস ৩০)
তিনি আরো বলেন,

﴿ إِنَّنِي أَنَا اللهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ﴾ [طه ١٤]

"আমিহ আল্লাহ। আমি ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর।" (ত্বোহা ১৪)
তিনি আরো বলেন,

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء ٢٢]

"যদি আসমান ও যমীনে এক আল্লাহ ছাড়া আরো কোনো উপাস্য থাকত, তাহলে তাদের (যমীন ও আসমান) উভয়েরই শৃংখলাব্যবস্থা বিনিষ্ট হয়ে যেত। অতএব আরশের মালিক আল্লাহ পাক ও পবিত্র সেইসব কথা হতে, যা এই লোকেরা বলে বেড়ায়।" (সূরা আম্বিয়া ২২)

অনুরূপ বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টজীব স্রষ্টার অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে। কারণ, পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দাবী করতে পারে যে, সে বিশ্বকে সৃষ্টি ও তা আবিষ্কার করেছে। অনুরূপ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, কোনো আবিষ্কারক ব্যতীত কোনো কিছু আবিষ্কার হওয়া সম্ভব নয়। তাই শরীয়ত ও জ্ঞানের কষ্টিপাথরের ভিত্তিতে মু'মিন মহান আল্লাহর প্রতি এই বিশ্বাস স্থাপন করে যে, তিনি সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক এবং তিনিই পূর্বাপর সকলের উপাস্য। মহান আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের প্রতিপালক। তাঁর প্রভুত্বে কোনো শরীক নেই। যেমন, তিনি বলেন,

﴿اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾

"সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। যিনি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক।" (সূরা ফাতিহা ১) মহান আল্লাহর প্রভুত্বের উপর শরীয়তের আরো কিছু দলীল নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে,

১। তিনিই পৃথিবীর ছোট-বড় সমস্ত জিনিসের স্রষ্টা। তিনি বলেন,

﴿ قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد ١٦]

"বলে দাও! আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা। (সূরা রা'দ ১৬)

২। তিনি সকল সৃষ্টজীবের অন্যদাতা। তিনি বলেন,

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود ٦]

"পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোনো জীব নাই, যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর উপর নয়।" (সূরা হূদ ৬)

৩। মানুষের সুষ্ঠু বিবেক আল্লাহর প্রভুত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে। কারণ, প্রত্যেক মানুষ স্বাভাবিকভাবেই এটা অনুভব করে। তাই মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، سَيَقُوْلُوْنَ لله﴾ [المؤمنون ٨٦-٨٧]

"তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর! সাত আসমান ও মহান আরশের মালিক কে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।" (সূরা মু'মিনূন ৮৬-৮৭)

৪। তিনিই একমাত্র সার্বভৌমত্বের মালিক। এগুলোর নিয়ন্ত্রণকারীও তিনিই। তিনি বলেন,

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَيُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ* فَذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ الحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ﴾ [يونس ٣١-٣٢]

"তাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর আসমান ও যমীন হতে তোমাদেরকে কে রুযী দান করে? এই শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির মালিক কে? তাছাড়া কে নিষ্প্রাণ-নির্জীব হতে সজীব জীবন্তকে বের করেন এবং কেইবা সজীব জীবন্ত হতে নিষ্প্রাণ-নির্জীবকে বের করেন? এই বিশ্ব ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনা কে করেন? তখন তারা জাওয়াবে অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। তখন তুমি বল, তাহলে কেন তোমরা সাবাধান হও না? সুতরাং তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ, যিনি তোমাদের প্রকৃত প্রতিপালক। অতএব সত্যের পর ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কি আছে?" (সূরা ইউনুস ৩১-৩২)

অনুরূপ মুসলিমরা এই বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহই পূর্বাপর সকলের উপাস্য। তিনি ব্যতীত কোনো সত্য কোনো ইলাহ-উপাস্য নেই। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الحَكِيمُ﴾ [آل عمران ١٨]

"আল্লাহ নিজেই এই কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই। ফেরেশতা এবং জ্ঞানী ব্যক্তিগণও সততা ও ইনসাফের সাথে এই সাক্ষ্যই দিয়েছেন যে, প্রকৃতপক্ষে সেই মহাপরাক্রমশীল ও

বিজ্ঞানী ছাড়া আর কোনো সত্য উপাস্য নেই।" (আল-ইমরান ১৮) তিন অন্যত্র বলেন,

﴿ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة ١٦٣]

আর তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য (আল্লাহ)। তিনি ব্যতীত আর কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি চরম করুণাময়, পরম দয়ালু।" (সূরা বাক্বারা ১৬৩) আল্লাহর রাসূলগণদের তাঁর উলূহিয়্যাত সম্পর্কে খবর দেওয়া এবং স্বীয় জাতিদেরকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান জানানো ঐ সমস্ত দলীলসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, আল্লাহই একমাত্র উপাস্য। যেমন নূহ-عليه السلام-তাঁর জাতিকে ডাক দিয়ে বলে ছিলেন,

﴿ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف ٥٩]

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কেউ উপাস্য নেই।" (আ'রাফ ৫৯) অনুরূপ হূদ, সালেহ ও শোয়াইব (আলাইহিসসালাম) সকলেই স্ব স্ব জাতিকে একই কথাই বলে ছিলেন,

﴿ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف ٧٣]

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো (সত্য) উপাস্য নেই।" (সূরা আ'রাফ ৭৩) মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾

“অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও তাগূত থেকে দূরে থাক।” (সূরা নাহল ৩৬) নবী করীম-ﷺ-আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস-ﷺ-কে লক্ষ্য ক’রে বললেন

((إِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ)) [رواه الترمذي]

“যখন কিছু চাইবে, আল্লাহর কাছেই চাইবে এবং যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, আল্লাহর নিকট করবে।” (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সহীহ সুনানে তিরমিযী ২৫১৬) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আরো বলেছেন, “আমার নিকট কোনো সাহায্য কামনা করা যায় না, বরং সর্ব প্রকার সাহায্য আল্লাহর নিকটেই কামনা করতে হয়।” (তাবরানী) তিনি আরো বলেছেন,

((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ)) [رواه الترمذي]

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ গ্রহণ করল, সে কুফরী বা শির্ক করল।” (তিরমিজী, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ১৫৩৫) তিনি অন্যত্র বলেছেন,

((إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ)) [رواه أحمد]

“অবশ্যই ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ ব্যবহার করা ও যাদু করা শির্ক।” (আহমদ)

মুসলিমরা আল্লাহর সুন্দর নাম ও তাঁর উচ্চ গুণাবলীর উপর ঈমান রাখে। তাতে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করে না। অনুরূপ উক্ত নাম ও গুণাবলীর কোনো প্রকার বিকৃতি অস্বীকৃতি এবং কোনো সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করে না। বরং সেগুলি ঐভাবেই প্রতিষ্ঠিত করে, যেভাবে আল্লাহ স্বীয় নাফসের নিজের জন্য এবং রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর জন্য প্রতিষ্ঠিত

করেছেন। আর যে দোষ-ত্রুটি থেকে আল্লাহ নিজেকে ও তাঁর রাসূল-ﷺ-তাঁকে মুক্ত ও পবিত্র হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন, সেই সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে তারাও তাঁকে পবিত্র বলে মনে করে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف ١٨٠]

"আর আল্লাহর রয়েছে অনেক উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের শীঘ্রই পাবে।" (আ'রাফ ১৮০) তিনি আরো বলেন,

قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الإسراء ١١٠]

"বল, তোমরা 'আল্লাহ' বলে আহ্বান কর অথবা 'রহমান' বলে আহ্বান কর, যে নামেই তোমরা ডাক না কেন, সকল সুন্দর নামাবলী তাঁরই।" (ইসরা ১১০) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করানোও তাঁর গুণাবলী প্রমাণকারী দলীলসমূহের অন্যতম। তিনি বলেছেন,

((يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلاَهُمَا فِي الْجَنَّةِ)) [متفق عليه]

"আল্লাহ তাআ'লা এমন দুই ব্যক্তির ব্যাপারে হাসেন, যাদের একজন অপর জনকে হত্যা করে। অতঃপর উভয়েই জান্নাতে যায়।" (বুখারী-মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন,

((لاَتَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيْهَا وَهِيَ تَقُوْلُ: هَلْ مِن مَّزِيْدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيْهَا قَدَمَهُ–وفي رواية: فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ)) [البخاري]

"যতই জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, ততই জাহান্নাম বলতে থাকবে, আর কি আছে? অবশেষে মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র পা জাহান্নামে রাখলে, জাহান্নামের একাংশ অন্যাংশের দিকে জড়োসড়ো হয়ে বলতে থাকবে, যথেষ্ট যথেষ্ট ভরে গেছি।" (বুখারী-মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন,

((يَقْبِضُ اللهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ مُلُوْكُ الْأَرْضِ)) [رواه البخاري]

"কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ আসমান ও যমীনকে ডান হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলবেন, আমি বাদশাহ, যমীনের বাদশাহরা আজ কোথায়?" (বুখারী)

মুসলিমরা আল্লাহর গুণাবলীকে বিশ্বাস করতে গিয়ে এবং তাঁকে তাঁর সুন্দর গুণে গুণান্বিত করতে গিয়ে এমন ধারণা, বা এমন ধরনের কল্পনাও তাদের অন্তরে আনে না যে, আল্লাহর হাত তাঁর সৃষ্টির হাতের মত। নাম-করণ ব্যতীত সৃষ্টির হাতের কোনো কিছুর সাথে তার তুলনা করে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى ١١]

"বিশ্বলোকের কোনো জিনিসই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সবকিছু শুনেন ও দেখেন।" (সূরা শুরা ১১)

সাহাবাদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা

মুসলিমরা এ বিশ্বাস রাখে যে, রাসূলের সাহাবীদের প্রতি এবং তাঁর বংশধরের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা ওয়াজিব। আর এটাও বিশ্বাস করে

যে, তাঁরা অন্যান্য মু'মিন মুসলিমদের থেকে উত্তম। তবে মর্যাদা-সম্মানে তাঁদের কেউ অন্যের থেকে ঊর্ধ্বে ছিলেন। আর এই মর্যাদা-সম্মান নির্ধারিত হয়েছে তাঁদের আগে ও পরে ঈমান আনা ও ইসলাম কবুল করার ভিত্তিতে। তাই তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম হল, খুলাফায়ে রাশেদীনগণ। অতঃপর সেই দশজন সাহাবাগণ, যাঁদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। আর তাঁরা হলেন, চারজন খলিফা (আবূ বাকার, উমার, উসমান ও আলী-রাযিয়াল্লাহু আনহুম-), তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ, যুবায়ের ইবনে আউওয়াম, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, সাদ ইবনে যায়েদ, আবূ উবায়দা ইবনে জাররাহ এবং আব্দুর রহমান ইবনে আওফ। অতঃপর বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ। অতঃপর উক্ত দশজন ব্যতীত আরো যাঁদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে তাঁরা। যেমন, ফাতিমা, হাসান-হুসেন, সাবিত ইবনে কাইস এবং বিলাল ইবনে রাবাহ প্রমুখ।

মুসলিমরা এও বিশ্বাস করে যে, ইসলামের ইমামদেরকে মর্যাদা-সম্মান দান করা ওয়াজিব। তাঁরা দ্বীনের ইমাম। যেমন, ক্বারীগণ, ফিকাহ বিশারদগণ এবং তাবা-তাবেয়ীনদের মধ্যে মুহাদ্দীস ও মুফাসসিরগণ। (আল্লাহ তাঁদের উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তাঁদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন!) অনুরূপ এটাও বিশ্বাস করে যে, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্মান করা, তাঁদের অনুসরণ করা এবং তাঁদের সাথে মিলে জিহাদ করা ওয়াজিব। তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হারাম। তাই মুসলিমরা উল্লিখিত সকলকে বিশেষ আদব তথা সম্মান দান করে।

১। তাঁরা রাসূলের সাহাবী ও তাঁর বংশধরকে ভালবাসেন। কেননা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাঁদেরকে ভালবাসেন।

২। মুসলিমগণ বিশ্বাস করে যে, সাহাবীদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে অন্যান্য সকল মুসলিম ও মু'মিনদের উপর। কারণ, আল্লাহ তাআ'লা বলেন:

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [التوبة ١٠٠]

"আর যেসব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যেসব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁতে সন্তুষ্ট।" (সূরা তাওব ১০০) সাহাবীদের সম্মানের কথা তুলে ধরে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهُمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ)) [رواه البخاري ومسلم]

"তোমরা আমার সাহাবীদের গালি দিওনা। কারণ, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমান সোনা খরচ করে, তবুও তাঁদের কারো (নেকীর) এক মুদ্দ (৫০০ গ্রাম), বরং অর্ধমুদ্দ সমপরিমাণেও পৌঁছাতে পারবে না।" (বুখারী-মুসলিম)

৩। মুসলিম বিশ্বাস করে যে, সাহাবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন আবূ বাকার সিদ্দীক। অতঃপর উমার। অতঃপর উসমান। অতঃপর আলী-আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন! ইবনে উমার-ﷺ-বলেন

((كنا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَنُخَيِّرُ أَبَابَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ)) [البخاري]

"আমরা নবী করীম-ﷺ-এর যামানায় সাহাবাগণের মধ্য হতে (বেশী মর্যাদার অধিকারী হিসেবে প্রথমে) আবূ বাকার। অতঃপর উমার ইবনে খাত্তাব। অতঃপর উসমান ইবনে আফফান-রাযিয়াল্লাহু আনহুম)দেরকে

নির্বাচন করতাম। (বুখারী)

৪। মুসলিম এমন কথা বলে না যে, তাঁরা সকলেই সমান মর্যাদার আধিকারী। আর তাঁদের মধ্যে সংঘটিত বিরোধের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করে।

৫। নবী করীম-ﷺ-এর গরীয়সী স্ত্রীদের প্রতি সম্মান প্রর্দশন করে এবং বিশ্বাস করে যে, তাঁরা পবিত্রা নিষ্কলঙ্কা। খাদীজাহ ও আয়েশাহ (রাযি-য়াল্লাহু আনহুমা) তাঁদের মধ্যে উত্তম।

৬। ফাক্বীহ, মুহাদ্দীস ও ক্বারীদের মধ্যে যাঁরা ইসলামের ইমাম তাঁদেরকে ভালবাসে, তাঁদের প্রতি রহমত বর্ষণের দুআ করে এবং তাঁদের মর্যাদা সম্মানকে স্বীকার করে। তাঁদের ভাল দিকটাই তুলে ধরে। কোনো কথা ও মতের কারণে তাঁদেরকে দোষারোপ করে না। আর মনে করে যে, তাঁরা নিষ্ঠাবান মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁদের মতকে অন্যের মতের উপর প্রাধান্য দেয়। তাঁদের কোনো কথাকে বর্জন করে না। তবে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং সাহাবা (রাযীআল্লাহু আনহুম)-দের কথার মোকাবিলায় তাঁদের কথাকে বর্জন করে। চার ইমাম যথা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল ও ইমাম আবূ হানিফা (আল্লাহ তাঁদের উপর রহম করুন!) দ্বীনের বিধান ও মসলা মাসায়েলের ব্যাপারে যা কিছু লিখে গেছেন ও বলে গেছেন, সবই সংগৃহীত হয়েছে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নত থেকে। এই দুই মূল ভিত্তি থেকে তাঁরা যা কিছু বুঝেছেন এবং চয়ন করেছেন অথবা তার উপর অনুমান করেছেন, তাই লিখে ও বলে গেছেন।

আর এই ধারণা পোষণ করে যে, ইমামরা মানুষ ছিলেন। তাই তাঁরা ভুল-ত্রুটি হতে মুক্ত ছিলেন না। যেমন, কোনো কোনো ইমাম কোনো

(দ্বীনি) মসলাতে সঠিক মত প্রকাশে ভুল করে ফেলেছেন। তবে এটা ইচ্ছাকৃত ও জেনে-শুনে নয়, বরং অনিচ্ছাকৃত ও প্রচেষ্টা করতে গিয়ে এবং সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগতি অর্জন না করতে পারার কারণে। সুতরাং মুসলিমদের কর্তব্য হল, কোনো একজনের মত ও কথাকে না নিয়ে, তাঁদের মধ্যে যাঁরই মতকে সঠিক বলে মনে করে, সেটাকেই গ্রহণ করা।

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ব্যাপারে মুসলিমের ধারণা হল,

১। তাঁদের অনুসরণ করা ওয়াজিব। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء ٥٩]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রাসূল ও তোমাদের নেতৃবর্গ (ও উলামা)দের অনুগত হও।" (নিসা ৫৯) আর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন

((إِسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ)) [رواه البخاري]

"নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কথা শোন, তাঁদের অনুসরণ কর, যদিও সে কুঞ্চিত মাথাওয়ালা কোনো নিগ্রো ক্রীতদাস হয়।" (বুখারী) তবে আল্লাহর অবাধ্যতায় তাঁদের অনুসরণ করে না। কারণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ, তাঁদের অনুসরণের উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকারের দাবী রাখে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ)) [رواه الترمذي]

"আল্লাহর অবাধ্যে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য নেই।" (তিরমিযী, হাদীসটি

সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ১৭০৭)

২। মুসলিম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিরদ্ধাচরণ ও তাঁদের বিরদ্ধে বিদ্রোহ করাকে হারাম বলে মনে করে। কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئاً فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً)) [رواه البخاري ومسلم]

"যে ব্যক্তি তার আমীরের কোনো কাজকে অপছন্দ করে, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কারণ, যে সুলতানের আনুগত্য থেকে এক বিদ্দাও দূরে সরে যাবে, তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু।" (বুখরী-মুসলিম)

৩। মুসলিম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জন্য দুআ করে যে, তাঁরা যেন সৎ ও সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং অন্যায় থেকে বেঁচে থাকেন। কারণ, তাঁরা সৎ হলে, সাধারণ লোকরাও সৎ থাকবে। আর তাঁরা অসৎ হলে, সাধারণের জন্যে অকল্যাণ নেমে আসবে।

৪। মুসলিম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে জিহাদে শরীক হবে এবং তাঁদের পিছনে নামায আদায় করবে, যদিও তাঁরা কাবীরাহ গুনাহ ও এমন হারাম কাজ সম্পাদন করে, যা করলে কাফের হয়ে যায় না। কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে ইমামদের অনুসরণ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিন বললেন،

((اِسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ)) [رواه مسلم]

"তোমরা (তাদের) কথা শুনো এবং (তাদের) আনুগত্য কর। কারণ, তাদের দায়িত্বে তা রয়েছে যা তাদের উপর চাপানো হয়েছে (অর্থাৎ সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা) এবং তোমাদের দায়িত্বে তা রয়েছে, যা তোমাদের

উপর অর্পণ করা হয়েছে (অর্থাৎ নেতা ও শাসকের আনুগত্য করা)।" (মুসলিম) উবাদা ইবনে সামিত-ﷺ-বলেন,

((بَايَعْنَا رَسُوْلَ الله ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِيْ مَنْشَطِنَا، وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا، وَيُسْرِنَا، وَأَن لاَّ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ: إِلاّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَّاحاً عِنْدَكُمْ فِيْهِ مِنَ الله بُرْهَانٌ)) [رواه البخاري ومسلم]

"আমরা রাসূল-ﷺ-এর কাছে এই মর্মে বাইয়াত করলাম যে, দুঃখে-সুখে, আরামে ও কষ্টে এবং আমাদের উপর (অন্যদেরকে) প্রাধান্য দেওয়ার অবস্থায় আমরা তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করব। রাষ্ট্রনেতার বিরুদ্ধে তার নিকট থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার লড়াই করব না; যতক্ষণ না তোমরা (তার মধ্যে) প্রকাশ্য কুফরী দেখ, যে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে দলীল রয়েছে। আর আমরা সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করব না। (বুখারী-মুসলিম)

আল্লাহর প্রতি আদব

মুসলিম আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত অসংখ্য সম্পদকে নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে। (সে ভাবে যে,) তার উপর এমনও এক সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে, যখন সে মায়ের পেটে এক ক্ষুদ্র বিন্দু ছিল। অতঃপর সে পর্যায়-ক্রমে বড় হয়। আবার এমন একটি দিন আসবে, যখন সে তার মহান প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করবে। এসব ভেবে সে তার রসনা দ্বারা মহান আল্লাহর প্রশংসা ক'রে তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। আর নিজেকে আল্লাহর আনুগত্যের সামনে অবনত ক'রে তাঁর শুকরীয়া আদায় করে। আর এটাই হচ্ছে পূত-পবিত্র মহান আল্লাহর প্রতি তার আদব। কারণ,

আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর নিয়ামতকে অস্বীকার করলে তাঁর প্রতি আদব করা হয় না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ﴾ [النحل ٥٣]

"যে নিয়ামতই তোমরা লাভ করেছ, তা আল্লাহর নিকট হতেই এসেছে।" (সূরা নাহল ৫৩) তিনি আরো বলেন,

﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوهَا﴾ [النحل ١٨]

"তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে গণনা করতে চাও, তবে তা গুণতে পারবে না।" (সূরা নাহল ১৮) তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة ١٥٣]

"তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব এবং আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর, আমার নিয়ামতের কুফরী করো না।" (সূরা বাক্বারা ১৫৩) মুসলিম যখন মহান আল্লাহর সীমাহীন জ্ঞান সম্পর্কে ভাবে এবং তিনি যে তার সব কিছুর খবর রাখেন, এ ব্যাপারে যখন চিন্তা করে, তখন তার অন্তরে আল্লাহর ভয়-ভীতি সঞ্চার হয় এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান সৃষ্টি হয়। অতঃপর সে আল্লাহর অবাধ্যতা করতে এবং তাঁর আনুগত্য থেকে দূরে থাকতে লজ্জা বোধ করে। আর এটাই হল মহান আল্লাহর প্রতি তার আদব। কারণ, এটা কখনোই আদব বলে গণ্য হতে পারে না যে, বান্দা পাপ ও অন্যায়ের দ্বারা তার প্রভুর অবাধ্য হওয়ার ঘোষণা দিবে অথবা (তাঁর নিয়ামতের মোকাবিলায়) জঘন্য ও ঘৃণ্য কাজ তাঁকে পেশ করবে, অথচ তিনি তার সবকিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ [النحل ١٩]

"তিনি তোমাদের প্রকাশ্য বিষয়েও অবহিত, গোপন বিষয়েও।" (সূরা নাহল ১৯) আর যখন মুসলিম জেনে নেয় যে, আল্লাহ মহান শক্তিধর। তিনি তার উপর ক্ষমতাশীল। তাঁর থেকে সে কোথাও পালাতে পারে না, তাঁর হাত থেকে না কেই মুক্তি দিতে পারে, আর না তিনি ব্যতীত কেউ আশ্রয় দিতে পারে, তখন সে তাঁরই দিকে ধাবিত হয়। নিজের সব কিছুকে তাঁরই উপর সমর্পণ করে এবং তাঁরই উপর ভরসা করে। আর এটাই হল স্বীয় প্রতিপিলক ও স্রষ্টার তার প্রতি আদব নিবেদন। কারণ, যাঁর কাছ থেকে পালানো সম্ভব নয়, তাঁর নিকট থেকে পালাতে চেষ্টা করা, কখনই আদব বলে গণ্য হবে না। অনুরূপ যার কোনো শক্তি নেই, তার উপর ভরসা করা, আর যে কিছুই করতে পারে না, তার উপর আস্থাবান হওয়া, আদব বলে বিবেচিত হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ﴾ [هود ٥٦]

"কোনো জীব এমন নেই, যার মস্তক তাঁর (আল্লাহর) মুষ্টিতে বন্দী নয়।" (সূরা হূদ ৫৬) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة ٢٣]

"আল্লাহরই উপরে ভরসা কর, যদি তোমরা মু'মিন হও।" (মায়েদা ২৩) আর মুসলিম যখন তার প্রতি ও সমস্ত সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর অপরিসীম রহমতের দিকে তাকায়, তখন সে আরো বেশী রহমতের আশা করে এবং এর জন্য সে নিষ্ঠা ও নম্রতার সাথে তাঁর নিকট প্রার্থনা করে। আর

সে তার নেক আমল ও সৎ কর্মকে মাধ্যম (অসীলা) বানিয়ে তাঁর কাছে চায়। আর এটাই হল আল্লাহর প্রতি তার আদব নিবেদন। কারণ, যাঁর রহমত সর্বত্র বিস্তৃত এবং যাঁর অনুগ্রহ সকল সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত, তাঁর রহমত ও অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হওয়া কখনই আদব বলে গণ্য হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف ١٥٦] وقال: ﴿وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ﴾ [يوسف ٨٧]

"আর আমার দয়া তো প্রত্যেক বস্তুতে পরিব্যাপ্ত।" (আ'রাফ ১৫৬) তিনি অন্যত্র বলেন, "আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।" (সূরা ইউসুফ ৮৭)

আর যখন মুসলিম তার প্রভুর শক্ত হাতের পকড়াও ও কঠোর প্রতি-শোধ নেওয়ার কথা স্মরণ করে, তখন সে আল্লাহর আনুগত্য ক'রে এবং তাঁর অবাধ্যতা না ক'রে তাঁর কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচতে চেষ্টা করে। আর এটাই হল আল্লাহর প্রতি তার আদব ও শ্রদ্ধা নিবেদন। কারণ, দুর্বল, অসহায় বান্দা, মহাশক্তিধর, সর্বজয়ী আল্লাহর অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক স্থাপন করবে, এটা কখনই আদব বলে গণ্য হতে পারে না। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ [الرعد ١١]

"আর কোনো সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তাহলে তা রদ করবার কেউ নেই এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোনো অভিভাবক নেই।" (সূরা রা'দ ১১) তিনি আরো বলেন,

﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ [البروج ١٢]

"মূলতঃ তোমার প্রভুর পাকড়াও বড় শক্ত।" (সূরা বুরূজ ১২)

একজন মুসলিম যখন আল্লাহর অবাধ্যে চলে ও তাঁর আনুগত্য থেকে বিরত থাকে, তখন তার মনে এই ধারণাই উদয় হয় যে, আল্লাহর আযাব ও তাঁর শাস্তি যেন তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। যেমন, তাঁর অনুসরণ ও তাঁর বিধানগুলো মেনে চলার সময় অনুভব করে যে, তার সাথে আল্লাহর কৃত ওয়াদা যেন সত্য সাব্যস্ত হয়েছে এবং তাঁর সন্তুষ্টির চাদর যেন তাকে আচ্ছাদিত করে রয়েছে। আর এটাই হল একজন মুসলিমের আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা পোষণ করা। কেননা, এটা আদব বলে গণ্য হবে না যে, সে আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ ক'রে তাঁর আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়ে থাকবে ও এই ধারণা রাখবে যে, তিনি তাঁর ব্যাপারে অবহিত নন এবং পাপের কারণে তার পাকড়াও হবে না। অথচ তিনি বলেন,

﴿وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ* وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [حم السجدة ٢٢-٢٣]

"বরং তোমরা মনে করেছিলে যে, তোমাদের অনেক কাজ সম্পর্কে আল্লাহ কোনো খবর রাখেন না। তোমদের প্রতিপালক সম্পর্কে তোমাদের এই যে ধারণা করেছিলে, এটাই তোমাদেরকে ডুবাল, আর এই কারণেই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হলে।" (সূরা হা-মীম সাজদা ২২-২৩) অনুরূপ এটাও আল্লাহর প্রতি আদব বিবেচিত হবে না যে, তাঁকে ভয় করবে এবং তাঁর আনুগত্য করবে এই ধারণা পোষণ করবে যে, তিনি তাকে তার ভাল কাজের প্রতিদান দিবেন না অথবা তার ইবাদত উপাসনাকে তিনি কবুল

করবেন না। অথচ তিনি বলেন,

﴿وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [النور ٥٢]

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি হতে সাবধান থাকে, তারাই হল কৃতকার্য।" (সূরা নূর ৫২) সার কথা হল, একজন মুসলিমের তার প্রতিপালক কর্তৃক প্রদত্ত সম্পদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, তাঁর নাফারমানী করতে লজ্জা বোধ করা, নিষ্ঠার সাথে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করা, তাঁর উপর ভরসা রাখা, তাঁর রহমতের আশা করা, তাঁর প্রতিশোধ নেওয়াকে ভয় করা, তাঁর সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করা এবং বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উপর তাঁর শাস্তির বাস্তবায়নের ব্যাপারে সঠিক ধারণা পোষণ করা ইত্যাদি সবই হল আল্লাহর প্রতি তার শ্রদ্ধা ও আদব নিবেদন। আর এই আদব ও শ্রদ্ধা যত প্রগাঢ় হবে এবং যত সে এর সংরক্ষণ করবে, ততই তার মর্যাদা-সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

আল্লাহর কালামের প্রতি আদব

মু'মিন এই বিশ্বাস রাখে করে যে, আল্লাহর কালাম পূত-পবিত্র, মহান মর্যাদাসম্পন্ন এবং সমস্ত কালামের থেকে শ্রেষ্ঠ কালাম। আর আল্লাহর কালাম হল কুরআন। যে কুরআনানুযায়ী কথা বলবে, তারই কথা সঠিক ও সত্য হবে। আর যে, কুরআনানুযায়ী বিচার-ফায়সালা করবে, সেই-ই ন্যায় বিচার করতে সক্ষম হবে। যারা কুরআনের অনুসারী, তারাই আল্লাহওয়ালা এবং তাঁর বিশেষ বান্দা। যারা কুরআনকে আঁকড়ে ধরবে, তারাই সাফল্য লাভ করবে। আর যারা কুরআন থেকে বিমুখ হবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত এবং ধ্বংস হবে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((اِقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعاً لِأَصْحَابِهِ)) [رواه مسلم]

"কুরআন পাঠ কর, কারণ সে কিয়ামতের দিন তার পাঠকদের জন্য সুপারিশকারী হয়ে আগমন করবে।" (মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন,

((إِنَّ لله أَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ)) قَالُوْا يَا رَسُوْلَ الله! مَنْ هُمْ؟ قَالَ: ((هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ، أَهْلُ الله وَخَاصَّتُهُ)) [رواه ابن ماجة]

"মানুষের মাঝে আল্লাহর দু'টি দল রয়েছে।" সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? তিনি বললেন, "তারা হল কুরআন-ওয়ালা। আর এরাই হল আল্লাহওয়ালা এবং তাঁর খাস বান্দা।" (ইবনে মাজা, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে ইবনে মাজা ২১৫) তাই তো মুসলিম সেটাকেই হালাল মনে করে, কুরআন যার হালাল বলে ঘোষণা দিয়েছে। আর কুরআন যার হারাম হাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে, তাকে সে হারাম মনে করে। কুরআনে বর্ণিত আদবের যত্ন নেয় এবং কুরআনের চরিত্রে নিজেকে চরিত্রবান করে তোলে। আর কুরআন তেলাঅতের সময় নিম্নে বর্ণিত আদবের খেয়াল রাখে।

১। পবিত্রাবস্থায় ক্বেবলামুখী হয়ে এবং আদব ও নম্রতার সাথে বসে কুরআনের তেলাঅত করে।

২। ধীরস্থিরতার সাথে তেলাঅত করে, তাড়াহুড়ো করে না। আর তিন দিনের কমে কুরআন খতম করে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِيْ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ)) [رواه الترمذي]

"যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে কুরআন খতম করল, সে কুরআনের কিছুই বুঝলো না।" (তিরমিজী, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টবঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী)

৩। কুরআন তেলাওয়াতের সময় বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে।
৪। সুন্দর সুরে তেলাওয়াত করে। কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ)) [رواه النسائي]

"তোমাদের শব্দের দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর।" (নাসায়ী, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে নাসায়ী ১০১৫)
৫। লোক প্রদর্শনীর আশঙ্কা বোধ করলে অথবা মুসাল্লীদের অসুবিধা হলে, গোপনে তেলাঅত করে।
৬। গবেষণামূলক ভাব, উপস্থিত মন নিয়ে এবং কুরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝে তেলাঅত করে।
৭। কুরআন তেলাঅতের সময় সে উদাসীন থাকে না এবং বিরোধিতা-কারীদের মতও থাকে না। এরকম হলে, সে নিজেই নিজেকে অভিশাপ করে বসবে। কেননা, যখন সে পড়বে 'লা'নাতুল্লাহি আ'লাল কাযিবীন' অথবা 'লা'নাতুল্লাহি আ'লায্যোলিমীন' অতঃপর সে নিজেই যদি মিথ্যুক ও অত্যাচারী হয়, তাহলে সে নিজেই নিজের উপর অভিশাপকারী হয়ে যাবে।
৮। আল্লাহর খাস বান্দাদের গুণে নিজেকে গুণান্বিত করার প্রচেষ্টা করে।

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর প্রতি আদব

একজন মুসলিম বিশ্বাস করে যে, নিম্নে বর্ণিত কারণসমূহের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর প্রতি পূর্ণ আদব ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা ওয়াজিব। আর কারণগুলো হল নিম্নরূপ,
১। আল্লাহ তাআ'লা প্রত্যেক মু'মিন নারী-পুরুষের উপর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর প্রতি আদব ও শ্রদ্ধা বজায় রাখাকে ওয়াজিব করে দিয়েছেন।

তিনি বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الحجرات ١]

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আগে অগ্রসর হয়ো না।" (সূরা হুজুরাত ১) তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ ﴾ [الحجرات ٢]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চ স্বরে কথা বল, তার সাথে সেইভাবে উচ্চ স্বরে কথা বলো না; কারণ এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে আর তোমরা টেরও পাবে না।" (সূরা হুজুরাত ২)

২। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে ভালবাসা ও তাঁর অনুসরণ করাকে মহান আল্লাহ মু'মিনদের উপর অত্যাবশ্যক করে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ [محمد ٣٣]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের অনুসরণ কর।" (সূরা মুহাম্মাদ ৩৩) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر ٧]

"রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দান করেন, তা তোমরা গ্রহণ করে নাও। আর যে জিনিস থেকে তিনি তোমাদেরকে বিরত রাখেন, তা থেকে তোমরা বিরত হয়ে যাও।" (সূরা হাশর ৭) তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران ٣١]

"হে নবী! বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। এত আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন।" (আল-ইমরান ৩১) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لاَيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ))

[رواه البخاري ومسلم]

"তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষের চেয়ে অধিক ভালবাসার পাত্র হয়ে যাব।" (বুখারী-মুসলিম) রাসূলের প্রতি আদব কেমন করে এবং কিভাবে করা হয়?

১। দুনিয়া ও আখেরাতের প্রত্যেক বিষয়ে তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য করে।

২। তাঁর ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও সম্মানের উপর অন্য কোনো সৃষ্টির শ্রদ্ধা ও সম্মানকে প্রাধান্য না দিয়ে, তাতে সে যেই হোক না কেন।

৩। তাঁকে যে ভালবাসে, তার সাথে ভালবাসা রেখে। তাঁর সাথে যে শত্রুতা পোষণ করে, তাকে সে শত্রু ভেবে। তিনি যাতে সন্তুষ্ট ছিলেন, তাতে সে সন্তুষ্ট থেকে। যে জিনিস তাঁকে ক্রোধান্বিত করত, তাতে ক্রোধান্বিত হয়ে।

৪। সম্মানের সাহিত তাঁকে স্মরণ করে এবং তাঁর উপর দরূদ পাঠ করে।

৫। দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে তিনি যা কিছু বলেছেন এবং দুনিয়া ও আখে-রাতের সম্পর্কীয় যেসব অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে তিনি খবর দিয়েছেন, তা

সত্য মনে করে।

৬। তাঁর সুন্নতকে জীবিত করে। তাঁর শরীয়তের প্রচার-প্রসার করে। তাঁর দাওয়াতকে সম্প্রসারণ এবং তাঁর অসীয়তের বাস্তবায়ন করে।

স্বীয় নাফসের প্রতি মুসলিমের আদব

মুসলিম একথা বিশ্বাস করে যে, তার ইহকাল ও পারকালের সাফল্য নির্ভর করে আত্মাকে পাক ও পবিত্র রাখার উপর। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الليل ٩-١٠)

"সে সফলকাম হবে, যে তাকে পরিশুদ্ধ করবে। আর সে ব্যর্থ হবে, যে তাকে কলুষিত করবে।" (সূরাতুল লাইল ৯-১০) তিরি আরো বলেন,

﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [سورة العصر ١-٣]

"কালের শপথ! মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করে এবং একজন অপরজনকে হক্কের উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্য ধারণের নসীহত করে।" (সূরা আসর ১-৩) আর রাসূলুল্লাহ-ﷺ- বলেছেন

((كُلُّ أُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى)) قِيْلَ: ومن يَأْبَى يَارَسُوْلَ الله؟ قَالَ: ((مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبَى)) [رواه البخاري]

"আমার প্রত্যেকটি উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। শুধু সে ছাড়া, যে (জান্নাতে প্রবেশ করতে) চাইবে না। জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর

রাসূল! কে আবার চাইবে না? তিনি বললেন, যে আমার আনুগত্য করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার অবাধ্যতা করবে, সে-ই (জান্নাত যেতে) অস্বীকার করেছে বলে বিবেচিত হবে।" (বুখারী) মুসলিম একথাও বিশ্বাস করে যে, ঈমানই নাফসকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। পক্ষান্তরে পাপ ও কুফরী নাফসকে অশুচিত ও অপবিত্র করে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ [هود ١١٤]

"তোমরা নামায কায়েম কর, দিনের দুই প্রান্ত সময়ে ও রাতের কিছু অংশে; নিঃসন্দেহে পুণ্যরাশি পাপরাশিকে মুছে ফেলে।" (সূরা হূদ ১১৪) তিনি আরো বলেন,

﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [المطفِّفين ١٤]

"কখনই নয়, বরং এই লোকদের দীলের উপর তাদের পাপ কাজের মরিচা জমে গেছে।" (সূরা মুত্বাফফিফীন ১৪) এই জন্যই মুসলিম সর্বক্ষণ তার নাফসকে পবিত্র করার চেষ্টায় থাকে। রাত-দিন নাফসকে ভাল কাজে লাগায় এবং মন্দ কাজ হতে তাকে দূরে রাখে। সব সময় আত্মসমালোচনা করে এবং তাকে ভাল কাজ ও আনুগত্যের উপর উদ্বুদ্ধ করে। অনুরূপ অন্যায় ও ফ্যাসাদমূলক কাজ থেকে তাকে দূরে রাখে। আর নাফসের পবিত্রতা বিধান ও পরিশুদ্ধিকরণে নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে,

১। তাওবাঃ তাওবার অর্থ হল, সমস্ত অন্যায় ও পাপ থেকে বিরত হওয়া। কৃত পাপের জন্য লজ্জিত হওয়া এবং ভবিষ্যতে আর পাপ না করার দৃঢ় পরিকল্পনা করা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [التحريم ٨]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা কর বিশুদ্ধ তওবা। সম্ভবতঃ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মগুলোকে মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত।" (সূরা তাহরীম ৮) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَّغْرِبِهَا)) [رواه مسلم]

"মহান আল্লাহ দিনে তাওবাকারীর তাওবাকে গ্রহণ করার জন্য রাতে তাঁর হাতকে প্রসারিত করে দেন। আবার রাতে তাওবাকারীর তাওবাকে গ্রহণ করার জন্য দিনে তাঁর হাতকে প্রসারিত করে দেন। আর এই দৃশ্য পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।" (মুসলিম)

২। পর্যবেক্ষণঃ অর্থাৎ, মুসলিম জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তার প্রভুকে সব কিছুর পর্যবেক্ষণ বলে মনে করে। সে জানে যে, আল্লাহ তার ব্যাপারে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত। তার গোপন ও প্রকাশ্য রহস্য সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত। আর এইভাবে তার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, আল্লাহ তার সব কিছুর উপর লক্ষ্য রাখছেন। কাজেই সে তখন ভক্তির সাথে আল্লাহকে স্মরণ করে, তাঁর আনুগত্য ক'রে প্রশান্তি লাভ করে, তাঁর দিকেই অগ্রসর হয় এবং তিনি ব্যতীত সব কিছুকেই প্রত্যাখ্যান করে। আর একেই বলে আল্লাহর সামনে মস্তক অবনত করা। তিনি বলেন,

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ [النساء ١٢٥]

“বস্তুতঃ যে আল্লাহর নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত ক’রে সৎকর্মে নিয়োজিত থাকে, তার চাইতে ধর্মে আর কে হতে উত্তম পারে?” (সূরা নিসা ১২৫) এই কথাটাই আল্লাহ নিম্নের আয়াতে তুলে ধরেছেন,

﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ [يونس ٦١]

“তুমি যে অবস্থাতেই থাক না কেন, যে অবস্থাতেই তুমি ক্বুরআন হতে যা কিছু পাঠ কর না কেন এবং তোমরা যে কাজই কর না কেন, যখন তোমরা সে কাজ করতে শুরু কর, তখন আমি তোমাদের পরিদর্শক হই।” (সূরা ইউনুস ৬১) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ)) [متفق عليه]

“তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে কর, যেন তুমি তাঁকে অবলোকন করছ। তুমি যদি তাঁকে অবলোকন করতে না পার, তবে (এটা মনে করো যে,) তিনি তো তোমাকে অবশ্যই দেখছেন।” (বুখারী-মুসলিম)

৩। আত্মসমালোচনাঃ যেহেতু মুসলিম রাত-দিন পার্থিব জীবনে আমল করতে ব্যস্ত, যে আমল তাকে পারলৌকিক সৌভাগ্য লাভে ধন্য করবে, আখেরাতের মর্যাদা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের যোগ্য করবে। আর দুনিয়াই হল আমলের স্থান, তাই তার উচিত তার উপর ওয়াজিব ইবাদত-সমূহের ঐরূপ খেয়াল রাখা, যেরূপ ব্যবসায়ী তার আসল পুঁজির খেয়াল রাখে। আর নফল ইবাদতসমূহের প্রতি ঐ রূপ খেয়াল রাখা, যে রূপ ব্যবসায়ী তার লভ্যাংশের প্রতি খেয়াল রাখে। পাপ ও অন্যায়কে ভাববে ব্যবসায় লোকসান হয়ে যাওয়ার মত। অতঃপর আত্মসমালোচনা করে

দেখবে যে, আজ সে কি করেছে? যদি ওয়াজিব পালনে কোনো ঘাটতি পায়, তাহলে সে স্বীয় নাফসকে তিরস্কার করবে এবং সাথে সাথেই সেই ঘাটতি পূরণের প্রচেষ্টা নিবে। তবে যদি ঘাটতি এমন হয়, যা কাযা করা যাবে, তাহলে কাযা করে নিবে। অন্যথায় বেশী বেশী নফল আদায় করে তা পূরণ করে নিবে। আর যদি কমতি নফল আদায়ে হয়ে থাকে, তবে পুনরায় নফল পড়ে, তা পুরা করে নাবে। আর যদি লোকসান কোনো অবৈধ কাজ সম্পাদনের কারণে হয়ে থাকে, তাহলে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, লজ্জিত হবে, আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে এবং ভাল কাজ করবে, যা কৃত মন্দের জন্য পরিশুদ্ধতাকারী হবে। একেই বলে আত্মসমালোচনা। আত্মসমালোচনার প্রমাণাদির মধ্যে হল, আল্লাহ তা'য়ালার এই বাণী,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر ١٨]

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য করে যে, সে আগামী দিনের জন্য কি সামগ্রীর ব্যবস্থা করে রেখেছে। আল্লাহকেই ভয় করতে থাক। আল্লাহ নিশ্চয় তোমাদের সেই সব আমল সম্পর্কে অবহিত, যা তোমরা করতে থাক।" (সূরা হাশর ১৮) আর উমার ইবন খাত্তাব-ﷺ-বলতেন,

((حَاسِبُوا قَبْلَ أَنْ تُحَاسِبُوْا)) [أحمد]

"তোমাদের হিসাব নেওয়ার পূর্বে তোমরা নিজেদের হিসাব নিজেরাই করে নাও।" (আহমদ)

৪। চেষ্টা-সাধনাঃ অর্থাৎ, প্রত্যেক মুসলিমের জানা দরকার যে, তার মূল ও আসল শত্রু হচ্ছে তার নাফস। যার স্বভাবই হল অন্যায়ের দিকে

অগ্রসর হওয়া, ভাল কাজ থেকে পলায়ন করা, মন্দ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং আরামকে ভালবাসা। প্রবৃত্তি তাকে উত্তেজিত করে, যদিও এ সবের মধ্যে রয়েছে তার অশুভ পরিণাম। যখন মুসলিম এ সম্পর্কে অবগত হয়, তখন সে স্বীয় নাফসকে সৎকর্মে লাগায় এবং অন্যায় অবাঞ্ছনীয় কাজ থেকে তাকে দূরে রাখে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت ٦٩]

"যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহে পরিচালিত করব। আর অবশ্যই আল্লাহ সৎ-কর্মপরায়ণদের সঙ্গেই থাকেন।" (সূরা আনকাবূত ৬৯) আর এটাই (চেষ্টা-সাধনা করা) নেক লোকদের অভ্যাস এবং সত্যবাদী মু'মিনদের পথ। তাই তো রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এত সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত রাতে আল্লাহর ইবাদতের নিমিত্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর মুবারক পা ফুলে যেত। যখন জিজ্ঞাসা করা হত যে, এত সুদীর্ঘ কিয়াম কেন করেন? তখন বলতেন,

((أَفَلاَ أَكُوْنُ عَبْداً شَكُوْراً)) [رواه البخاري ومسلم]

"আমি কি চাইব না যে, আমি একজন আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হই?" (বুখারী-মুসলিম)

পিতা-মাতার অধিকার

প্রত্যেক মুসলিম এ কথা স্বীকার করে যে, তার উপর তার পিতা-মাতার যথাযথ অধিকার রয়েছে। তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, তাঁদের আনুগত্য করা এবং তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করা অপরিহার্য। আর এটা কেবল এই জন্য নয় যে, তাঁরা তার অস্তিত্বের মাধ্যম, বা তার প্রতি উত্তম এমন

কিছু পেশ করেছেন, যার প্রতিদান সে দিতে চায়। বরং মহান আল্লাহ তার উপর পিতা-মাতার আনুগত্যকে অত্যাবশ্যক করেছেন। তিনি বলেন,

﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً﴾ [الإسراء ٢٣]

"তোমার প্রভু ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা কেবল তারই ইবাদত করবে। আর পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে।" (সূরা ইসরা ২৩) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ)) رواه البخاري ومسلم

"তোমাদেরকে কি মহাপাপের কথা বলবো না? সাহাবীগন বললেন, অবশ্যই বলুন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, "তা হল, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা।" (বুখারী-মুসলিম) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ-ﷺ-বলেছেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, কোন্ আমলটি আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন,

((الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا، قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ: ثُمَّ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ)) [رواه البخاري ومسلم]

"সঠিক সময়ে নামায আদায় করা।" আমি বললাম, অতঃপর কোনোটি? তিনি বললেন, "পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।" আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর কোনোটি? তিনি বললেন, "আল্লাহর রাস্তায়

জিহাদ করা।" (বুখারী-মুসলিম) এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট এসে জেহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে, তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

((أَحَيٌّ وَالِدَاكَ)) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ((فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ)) [متفق عليه]

"তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত?" সে বলল, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, "তবে তাদের সাথেই জেহাদ কর।" (অর্থাৎ তাদের খিদমত কর) (বুখারী-মুসলিম) মুসলিম যখন পিতা-মাতার অধিকারকে স্বীকার করে এবং আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর অসীয়তকে বাস্তবায়ন ক'রে তা পূর্ণরূপে আদায় করে, তখন সে নিম্নে বর্ণিত পিতা-মাতা সম্পর্কীয় আদবের যত্ন নেয়। এই আদবগুলি নিম্নে তুলে ধরা হচ্ছে,

১। তাদের প্রত্যেক আদেশ ও নিষেধকে মেনে চলে, যদি তা আল্লাহর অবাধ্য ও শরীয়ত পরিপন্থী না হয়। কারণ, স্রষ্টার অবাধ্যে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা চলে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً﴾ [لقمان ١٥]

"তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার অংশী করতে পীড়াপীড়ি করে, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মানবে না, তবে পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে বসবাস কর।" (সূরা লুকমান ১৫) রাসূললুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لاَطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ)) [رواه الترمذي]

"স্রষ্টার অবাধ্যে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য নেই।" (তিরমিযী সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী, ১৭০৭)

২। তাঁদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে। তাঁদের সাথে নরম আচরণ ও তাঁদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে। কথা ও কাজের মাধ্যমে তাঁদেরকে মর্যাদা দান করবে। তাঁদের সাথে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলবে না। তাঁদের আগে আগে চলবে না। স্বীয় স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে তাঁদের উপর প্রাধান্য দিবে না। তাঁদের অনুমতি ও সন্তুষ্টি ব্যতীত কোথাও সফর করবে না।

৩। সাধ্যানুসারে সর্বপ্রকার সদ্ব্যবহার ও অনুগ্রহ তাঁদের সহিত করবে। যেমন, তাদের পানাহার ও পরিধানের ব্যবস্থা করা। অসুস্থ হলে তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। তাঁদের থেকে কষ্ট দূরীভূত করা। নিজেকে তাঁদের সেবায় উৎসর্গ করা।

৪। তাঁদের জন্য দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং তাঁদের বন্ধুদের সম্মান করা।

সন্তান-সন্ততিদের অধিকার

মুসলিম এটা স্বীকার করে যে, তার উপর তার সন্তান-সন্ততির অধিকার রয়েছে। তাদের জন্য ভাল মায়ের নির্বাচন করা, তাদের খাতনা করিয়ে দেওয়া, তাদের সুন্দর নাম রাখা, সাত দিনে তাঁদের আক্বীকা দেওয়া, তাদের প্রতি সদয় হওয়া, তাদের উপর ব্যয় করা, সুন্দরভাবে তাদের লালন-পালন করা, তাদেরকে আদব ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করা, শরীয়তের ওয়াজিব ও সুন্নত কার্যাদি আদায়ে তাদেরকে অভ্যস্ত করানো এবং বালেগ বা পূর্ণ বয়স্ক হয়ে গেলে তাদের বিয়ে দিয়ে তাদেরকে তারই সাথে থাকার অথবা তার থেকে আলাদা হয়ে থাকার অধিকার

দেওয়া ইত্যাদি সবই হল তাদের অধিকারভুক্ত বিষয়। আর এ অধিকার গুলোর সমর্থনে রয়েছে কুরআন থেকে প্রমাণ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة ٢٣٣]

"জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে; যদি কেউ দুধ পান করার সময় পূর্ণ করতে চায়। পিতার কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা।" (সূরা বাক্বারা ২৩৩) তিনি আরো বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [التحريم ٦]

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা নিজেকে ও স্বীয় পরিবারবর্গকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ঈন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।" (সূরা তাহরীম ৬) মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾ [الإسراء ٣١]

"তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের আশঙ্কায় হত্যা করো না। আমিই তাদেরকে রুজী দেই এবং তোমাদেরকেও।" (সূরা ইসরা ৩১) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((اَلْغُلاَمُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ))

[رواه الترمذي وابن ماجة]

"প্রত্যেক শিশু তাদের আক্বীক্বার সাথে বাঁধা থাকে,যা সাত দিনে করতে

হয়। সেদিনে তার নাম রাখতে হয় এবং মাথা নেড়া করতে হয়।" (তিরমিজী, ইবনে মাজাঃ হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ১৫২২ ও সহীহ সুনানে ইবনে মাজা ৩১৬৫) তিনি আরো বলেছেন, "সন্তানদেরকে কোনো কিছু দিলে সমান সমান দিবে।" (বায়হাকী ও ত্বাবরানী) তিনি আরো বলেছেন,

((مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعَ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجِعِ)) [رواه أبوداود]

"সন্তানদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও, যখন তারা সাত বছরের হবে। আর এই নামাযের জন্য তাদেরকে প্রহার কর, যখন তারা দশ বছরের হবে এবং তাদের শয্যা পৃথক করে দাও।" (আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টবঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ৪৯৫)

ভাইদের প্রতি আদব

মুসলিম বিশ্বাস করে যে, পিতা-মাতা ও সন্তানাদির ন্যায় ভাইদের প্রতিও আদবের খেয়াল রাখতে হয়। সুতরাং ছোটরা বড় ভাইদেরকে পিতা-মাতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও সম্মান করে। আর বড়রা আপন পিতা-মাতার ন্যায় ছোটদের অধিকার ও আদবের খেয়াল রাখে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((بَرَّ أُمَّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ أَخَاكَ ثُمَّ أُخْتَكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ)) [رواه الحاكم- كنز العمال١٦/ ٥٨٠]

"তোমার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। অতঃপর তোমার ভাই-বোনদের সাথে। অতঃপর অন্যান্য আত্মীয়দের সাথে।" (হাকেম-কানযুল

উম্মাল ১৬/৫৮০ জ্ঞাতব্য যে, এতে একজন মিথ্যুক রাবী (বর্ণনাকারী) রয়েছে)।

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার

মুসলিমরা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আদবকে স্বীকার করে। আর আদব বলতে তাদের একে অপরের অধিকারকে বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [البقرة ٢٢٨]

"নারীদের তেমনি ন্যায়-সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে।" (বাক্বারা ২২৮) এই আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকারকে প্রমাণ করা হয়েছে। আর এ কথাও প্রমাণ করা প্রমাণ করা হয়েছে যে, নারীদের উপর পুরুষদের কিছু বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। বিদায়ী হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছিলেন,

((أَلاَ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقاً وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقاً)) [رواه الترمذي]

"শোন, তোমাদের অধিকার রয়েছে তোমাদের স্ত্রীদের উপর এবং তোমাদের স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে তোমাদের উপর।" (দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ১১৬৩) এই অধিকারসমূহের মধ্যে কিছু অধিকার এমন রয়েছে, যাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই শরীক। আবার কিছু অধিকার রয়েছে, যা তাদের একে অপরের জন্য নির্দিষ্ট।

শরীকী অধিকার

১। বিশ্বস্ততাঃ স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের জন্য বিশ্বস্ত হওয়া অত্যাবশ্যক। কোনো কিছুতেই তারা একে অপরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। ২। ভালবাসা ও সদয় হওয়াঃ তারা একে অপরের প্রতি সদয় হবে। তারা পরস্পরকে আন্তরিক ও নিষ্ঠাপূর্ণ ভালবাসবে। জীবনভর তারা একে অপরের জন্য দয়াবান ও দয়াবতী হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم ٢١]

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা ওদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও মায়া-মমতা সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা রূম ২১) আর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ لاَيَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ)) [متفق عليه]

"যে অন্যের প্রতি রহম করে না, তার প্রতিও রহম করা হবে না।" (বুখারী, মুসলিম)

৩। নির্ভরযোগ্য হওয়াঃ তারা একে অপরের জন্য নির্ভরযোগ্য হবে। তাদের সততা ও নিষ্ঠাবান হওয়ার ব্যাপারে সামান্য পরিমাণও সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। কারণ, আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات ١٠]

“মু’মিনরা তো পরস্পরের ভাই।” (সূরা হুজুরাত ১০) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لاَيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)) [متفق عليه]

“তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মু’মিন হতে পারে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা ভালবাসে, তা অপর ভাইয়ের জন্যও বাসবে।” (বুখারী-মুসলিম) বৈবাহিক সম্পর্ক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে আরো শক্তিশালী ও মজবূত করে।

৪। সাধারণ আদবঃ তারা একে অপরের প্রতি সাধারণ আদবগুলোর খেয়াল রাখবে। যেমন, দৈনন্দিন কার্যকলাপে পরস্পরের প্রতি সদয় হওয়া, সব সময় হাসিমুখে একে অপরের সাথে কথা বলা, ভদ্রতার সাথে চলাফেরা করা এবং একে অপরকে ভক্তি ও সম্মান করা। এগুলো হল সদ্ভাবে জীবন-যাপন করার এমন আদবসমূহ, যার নির্দেশ দিয়েছেন মহান আল্লাহ। তিনি বলেন

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾ [النساء ١٩]

“তোমরা নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর।” (সূরা নিসা ১৯) আর এটাই নারীদের ব্যাপারে উত্তম অসীয়ত, যার নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ-ﷺ। তিনি বলেছেন,

((اِسْتَوْصَوْا بِالنِّسَاءِ خَيْراً)) [رواه البخاري ومسلم]

“নারীদের ব্যাপারে উত্তম অসীয়ত গ্রহণ করো।” (বুখারী-মুসলিম) স্বামী-স্ত্রীর কিছু সাধারণ অধিকার এমনও রয়েছে, যা তাদের উভয়কে একে অপরের জন্য যত্ন নিতে হয়। আর সে অধিকারগুলি নিম্নরূপ,

প্রথমতঃ স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার

১। সদ্ভাবে তার সাথে জীবন-যাপন করাঃ আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾ [البقرة ١٩]

"এবং তোমরা তাদের সাথে মিলে-মিশে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর।" (সূরা নিসা ১৯) সুতরাং নিজে যখন খাবে, তাকেও খাওয়াবে। নিজে যা পরবে, তাকেও তা পরাবে। তার অবাধ্যতার আশঙ্কা বোধ করলে, তাকে শিক্ষা দিবে। এই আদব শিক্ষা ঐভাবেই দিবে, যেভাবে মহান আল্লাহ নারীদেরকে আদব শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কোনো গালিগালাজ ও জঘন্য ব্যবহার না ক'রে তাকে নসীহত করবে। অতঃপর যদি সে আনুগত্যশীলা হয়ে যায়, তো ভাল কথা, অন্যথায় তাকে বিছানা থেকে পৃথক করে দিবে। আর এতে যদি সে পরিবর্তন হয়ে যায়, তো ভালো কথা, অন্যথায় হালকা করে এমনভাবে তাকে প্রহার করবে, যাতে সে রক্তাক্ত হবে না, কোনো স্থান ক্ষত হবে না এবং শরীরের কোনা অঙ্গ ভেঙ্গেও যাবে না। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন

﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً﴾ [النساء ٣٤]

"স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্য হওয়ার তোমরা আশঙ্কা কর, তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং তাদেরকে প্রহার কর। যদি তাতে তারা তোমাদের অনুগতা হয়ে যায়, তাহলে শুধু শুধুই তাদের উপর নির্যাতন চালাবার ছুতা তালাশ করবে না।" (সূরা নিসা ৩৪) এক ব্যক্তি যখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল যে, আমাদের কারো স্ত্রীর অধিকার স্বামীর উপর কতটুকু? তখন তিনি-ﷺ-বললেন,

((أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوْهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلاَ تُقَبِّحْ، وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ)) [رواه أبوداود]

"তুমি খেলে তাকে খাওয়াবে এবং তুমি পরলে তাকে পরাবে। (তার) চেহারায় মারবে না, আর আল্লাহ তাকে 'কুৎসিত' এ কথা বলবে না এবং তার থেকে পৃথক থাকলে বাড়ীর ভিতরেই থাকবে। (অর্থাৎ অবাধ্য স্ত্রীকে বাধ্য করার জন্য বিছানা পৃথক করতে পারা যাবে, কিন্তু রুম পৃথক করা যাবে না)। আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ২১৪২) তিনি আরো বলেন,

((أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوْا إِلَيْهِنَّ فِيْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ)) [رواه الترمذي]

"শোন, তোমাদের উপর তাদের অধিকার হল এই যে, তোমরা তাদেরকে ভালরূপে খেতে ও পরতে দিবে।" (তিরমিজী, হাদীসটি হাসান। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ১১৬৩) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আরো বলেছেন,

((لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ)) [رواه مسلم]

"কোনো ঈমানদার পুরুষ (স্বামী) যেন কোনো ঈমানদার নারী (স্ত্রীকে) ঘৃণা না করে। যদি সে তার একটি আচরণে অসন্তুষ্ট হয়, তবে অন্য আচরণে সন্তুষ্ট হবে।" (মুসলিম)

২। দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সম্পর্কে তাকে শিক্ষা দেওয়াঃ

দ্বীনের জ্ঞান না থাকলে, সে সম্পর্কে তাকে শিক্ষা দেওয়া কিংবা (দ্বীন) শিক্ষার মজলিসগুলিতে তাকে শরীক হওয়ার অনুমতি দেওয়া। কারণ,

তার দ্বীন শিক্ষার প্রয়োজন, তার খাওয়ার প্রয়োজনের থেকে কম নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً ﴾ [التحريم ٦٦]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।" (সূরা তাহরীম ৬)

৩। ইসলামী শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করতে তাকে বাধ্য করবেঃ

ইসলামী শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করতে স্ত্রীকে তাকে বাধ্য করবে। তাই তাকে পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করা থেকে এবং মাহরাম ব্যতীত অন্য কারো সাথে বাধাহীনভাবে মেলামেশা থেকে বিরত রাখবে। কেননা, স্বামী হল তার অভিভাবক। স্ত্রীর হেফাযত ও সংরক্ষণের দায়িত্ব তারই উপর অর্পিত। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ [النساء ٣٤]

"পুরুষরা (স্বামীরা) হল নারীদের) স্ত্রীদের অভিভাবক।" (সূরা নিসা ৩৪) অনুরূপ রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)) [البخاري ومسلم]

"পুরুষ (স্বামী) তার পরিবারের (স্ত্রীর) অভিভাবক। আর তাকে তার অভিভাবকত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" (বুখারী-মুসলিম)

দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার

নিম্নে উল্লিখিত স্বামীর অধিকারগুলি আদায় করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব। আর তা হল,

১। স্বামীর অনুসনণ করা, তবে আল্লাহর অবাধ্যে নয়ঃ

আল্লাহ তাআ'লা বলেন

﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً﴾ [النساء ٣٤]

"তারা যদি তোমাদের অনুগতা হয়ে যায়, তাহলে শুধু শুধুই তাদের উপর নির্যাতন চলাবার ছুতা তালাশ করবে না।" (নিসা ৩৪) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ)) [متفق عليه]

"স্বামী তার স্ত্রীকে নিজের বিছানায় ডাকলে, সে যদি আসতে অস্বীকার করে ফলে স্বামী যদি তার উপর রাগান্বিত হয়ে রাত্রি যাপন করে, তাহলে ফেরেশতারা ঐ স্ত্রীর উপর প্রভাত পর্যন্ত অভিসম্পাত বর্ষণ করতে থাকেন।" (বুখারী-মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন,

((لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا))

[رواه الترمذي وابن ماجة]

"যদি আমি কাউকে কারো জন্য সাজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে নারীকে (স্ত্রীকে) নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সাজদা করার।" (তিরমিযী, ইবনে মাজাঃ হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টবঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ও ইবনে মাজা ১১৫৯-১৮৫৩)

২। স্বামীর মান-মর্যাদার সংরক্ষণ করাঃ

স্বামীর মাল, সন্তান-সন্ততি ও বাড়ীর সমস্ত কিছুর হেফাযত করবে।

আল্লাহ তাআ'লা বলেন

﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ ﴾ [النساء ٣٤]

"সুতরাং পুণ্যময়ী নারীরা অনুগতা হয় এবং পুরুষের অনুপস্থিতিতে লোক-চক্ষুর অন্তরালে (স্বামীর ধন ও নিজেদের ইজ্জত) রক্ষাকারিণী; আল্লাহর হিফাযতে (তওফীকে) তারা তা হিফাযত করে।" (সূরা নিসা ৩৪) আর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْؤُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا)) [رواه البخاري ومسلم]

"স্ত্রী তার স্বামীর বাড়ীর দায়িত্বশীলা। আর তাকে তার দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" (বুখারী-মুসলিম)

৩। স্বামীর বাড়ীতেই অবস্থান করাঃ

স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাড়ী থেকে বের হবে না। চক্ষুকে সব সময় অবনত রাখবে। উচ্চৈঃস্বরে কথা বলবে না। অন্যায় থেকে স্বীয় হাতকে বাঁচিয়ে রাখবে। স্বামীর আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ [الأحزاب ٣٣]

"তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর এবং (প্রাক-ইসলামী) জাহেলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন ক'রে বেড়িয়ো না।" (সূরা আহযাব ৩৩) তিনি আরো বলেন,

﴿ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ [الأحزاب ٣٢]

"(পরপুরুষের সাথে) বাক্যালাপে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না। এতে এমন ব্যক্তির লালসা হতে পারে, যার অন্তরে ব্যাধি থাকে।" (সূরা আহযাব ৩২) তিনি অন্য আয়াতে বলেন

﴿ لا يُحِبُّ اللهُ الجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ [النساء ١٤٨

"মানুষ খারাপ কথা বলুক, তা আল্লাহ পছন্দ করেন না।" (নিসা ১৪৮) মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [النور ٣١]

"হে নবী! মু'মিন স্ত্রীলোকদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করে। আর যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে, তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য যেন প্রদর্শন না করে।" (সূরা নিসা ৩১) নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((خَيْرُ النِّسَاءِ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِيْ نَفْسِهَا وَمَالِهَا)) [الطبراني]

"নারীদের মধ্যে উত্তম নারী তো সেই, যার দিকে তাকালে তোমাকে আনন্দ দেয়। যখন কোনো কিছুর নির্দেশ দাও, সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করে। আর যে নারী তোমার অনুপস্থিতিতে স্বীয় নাফসের ও মালের হেফাযত করে।" (ত্বাবরানী, হাদীসের সানাদ সহীহ।

আত্মীয়দের প্রতি আদব

মুসলিম তার আত্মীয়দের প্রতি ঐরূপ আদবের খেয়াল রাখে, যেরূপ তার পিতা-মাতার, সন্তান-সন্ততির ও ভাই-বোনদের প্রতি রাখে। তার খালা ফুফুর সাথে আপন মায়ের মত ব্যবহার করে। যেমন স্বীয় বাপের সাথে সদ্ব্যবহার করে, অনুরূপ ব্যবহার সে চাচা, খালু ও মামুদের সাথেও করে। এইভাবে মুসলিম ও অমুসলিম সকল আত্মীয়দের সাথে সে সুন্দর ব্যবহার করে এবং তাদের প্রতি আদবের খেয়াল রাখে। বড়দের শ্রদ্ধা করে। ছোটদেরকে স্নেহ করে। অসুস্থদের দেখতে যায়। শোকার্তদের সান্ত্বনা দেয়। বিপদগ্রস্থদের ধৈর্য ধারণের উৎসাহ প্রদান করে। তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইলে, সে তা জুড়ার প্রচেষ্টা করে। তার প্রতি তারা কঠোর হলেও, তাদের প্রতি সে বিনয়ী হয়। আর এ সবই সে করে কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর শিক্ষার আলোকে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴾ [النساء ١]

"সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা কর এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর।" (সূরা নিসা ১) তিনি আরো বলেন,

﴿ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ﴾ [الروم ٣٨] وقال: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ﴾ [النحل ٩٠]

"হে ঈমানদারগণ! আত্মীয়কে তার হক্ব পৌঁছিয়ে দাও। (সূরা রূম ৩৮) তিনি আরো বললেন, "অবশ্যই আল্লাহ সুবিচার ও অনুগ্রহ করার এবং

আত্মীয়-স্বজনকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।" (নাহল ৯০) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে যখন জিজ্ঞাসা করা হল, কোন্ কাজটি মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে? তিনি উত্তরে বললেন,

((تَعْبُدُ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ)) [رواه البخاري ومسلم]

"আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে অংশীদার স্থাপন করো না। আর নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখ।" (বুখারী, মুসলিম) তিনি এ কথাও বলেছেন যে,

((الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَ هِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَ صِلَةٌ))

[رواه الترمذي واين ماجة]

(অনাত্মীয়) "অভাবীদের সাদক্বা করলে শুধু সাদক্বা করার নেকীই হয়। কিন্তু (অভাবী) আত্মীয়দেরকে সাদক্বা করলে, দু'টি নেকী হয়ঃ সাদক্বা করার এবং আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার।" (তিরমিযী, ইবনে মাজাঃ হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ও ইবনে মাজা ৬৫৮-১৮৪৪) আসমা বিনতে আবূ বাকারের মুশরিক মা মক্কা থেকে মদীনায় এলে, আসমা-রাযিয়াল্লাহু আনহা-রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আমি কি আমার মায়ের সাথে সম্পর্ক কায়েম রাখব? তিনি বলে-ছিলেন, "হ্যাঁ, তোমার মায়ের সাথে সম্পর্ক কায়েম রাখ।" (মুসলিম)

প্রতিবেশীদের প্রতি আদব

মুসলিম এ কথা স্বীকার করে যে, প্রতিবেশীর এমন কিছু অধিকার রয়েছে, যা পূর্ণরূপে আদায় করা সকলের উপর ওয়াজিব। কারণ, মহান

আল্লাহ বলেন,

﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ [النساء ٣٦]

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর ও কোনো কিছুকে তাঁর অংশী করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী প্রতি সদ্ব্যবহার কর।" (সূরা নিসা ৩৬) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَازَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ)) [متفق عليه]

"আমাকে জিবরীল-عليه السلام-প্রতিবেশীদের ব্যাপারে এমনভাবে অসীয়ত করছিলেন যে, আমার মনে হচ্ছিল, তিনি তাদেরকে ওয়ারিস (উত্তরাধিকার) বানিয়ে দিবেন।" (বুখারী, মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন,

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ)) [متفق عليه]

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতকে বিশ্বাস করে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সম্মান করে।" (বুখারী, মুসলিম) প্রতিবেশীর অধিকার হল,

১। কথা ও কাজের দ্বারা তাকে আঘাত দিবে নাঃ

কেননা, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ)) [متفق عليه]

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনকে বিশ্বাস করে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সম্মান করে।" (বুখারী ও মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন,

((وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، قِيْلَ وَمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ الَّذِيْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ)) [البخاري]

"আল্লাহর শপথ! সে মু'মিন নয়। আল্লাহর শপথ! সে মু'মিন নয়। আল্লাহর শপথ! সে মু'মিন নয়। জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! সে কে? বললেন, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।" (বুখারী)

২। তার প্রতি অনুগ্রহ করাঃ

সুতরাং সাহায্য-সহযোগিতার কামনা করলে, সাহায্য ও সহযোগিতা করবে। অসুস্থ হলে, দেখতে যাবে। খুশীর সময় অভিনন্দন জানাবে। বিপদগ্রস্ত হলে, সবর করতে বলবে। দেখা হলে, সালাম করবে। নরম-ভাবে কথা বলবে। তার সন্তানদের স্নেহ করবে। তাকে সেই পথ প্রদর্শন করবে, যে পথে থাকে তার দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য। ভুল-ত্রুটি হলে, ক্ষমা করবে। তার গোপনীয় জিনিসের পিছনে না পড়বে না। বাড়ী-ঘর তৈরীর ব্যাপারে, অথবা রাস্তা-ঘাটের ব্যাপারে তাকে সংকটে ফেলবে না। নোংরা দুর্গন্ধময় জিনিস তার বাড়ীর সামনে ফেলে তাকে কষ্ট দিবে না। এ সবই তার প্রতিবেশীর প্রতি নির্দেশিত অনুগ্রহ করার বিষয়।

৩। তার মঙ্গল কামনা ও তার সম্মান করাঃ

কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَتَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ)) [متفق عليه]

"হে মুসলিম নারীগণ! তোমরা কোনো জিনিসকে তুচ্ছ মনে ক'রে তা প্রতিবেশীকে দেওয়া থেকে বিরত থেকো না, যদিও তা ছাগলের খুর হয়।"

(বুখারী, মুসলিম) একদা আবূ যার-ﷺ-কে সম্বোধন ক'রে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেন,

((يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ)) [رواه مسلم]

"হে আবূ যার্র! যখন তুমি ঝোল (ওয়ালা তরকারি) রান্না করবে তখন তাতে পানির পরিমাণ বেশী কর এবং তোমার প্রতিবেশীর খেয়াল রাখ।" (তাদের বাড়িতে রীতিমত পৌঁছে দাও) (মুসলিম) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যখন জিজ্ঞেস করলেন যে, আমার তো দু'জন প্রতিবেশী তাদের কার প্রতি হাদিয়া পেশ করব? তিনি বললেন, "তাদের উভয়ের মধ্যে যার দরজা তোমার বেশী নিকটে তার প্রতি।" (বুখারী)

৪। তার সম্মান ও ভক্তি করাঃ

তাই তোমার দেওয়ালে সে খুঁটি রাখতে চাইলে তাকে বাধা দিও না। তাকে আগে জিজ্ঞাসা না করে ও তার সাথে পরামর্শ না করে তার সংলগ্ন কোনো জায়গা বা বাড়ী অন্য কাউকে বিক্রী করো না, অথবা ভাড়া দিও না। কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لاَيَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِيْ جِدَارِهِ)) [متفق عليه]

"কোনো প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেওয়ালে খুঁটি (বাঁশ ইত্যাদি) গাড়তে নিষেধ না করে।" (বুখারী) তিনি আরো বলেছেন,

((مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيْكٌ فِيْ حَائِطٍ فَلاَ يَبِيْعُ نَصِيْبَهُ مِنْ ذَلِكَ حَتىَّ يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيْكِهِ)) [رواه الترمذي]

"যার বাগানে অন্য কেউ শরীক থাকে, সে যেন তার বাগানের অংশ

শরীককে জিজ্ঞেস না করে অপরকে বিক্রি না করে।" (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী)

মুসলিমের প্রতি আদব ও তার অধিকার

মুসলিম এ কথা বিশ্বাস করে যে, তার অন্য মুসলিম ভাইয়ের তার উপর এমন কিছু অধিকার রয়েছে, যার যত্ন নেওয়া তার উপর ওয়াজিব। সুতরাং সেগুলোর সে যত্ন নেয় এবং তা আদায় করে। আর এই হক্ব ও অধিকারগুলো আদায় করাকে এমন ইবাদত বলে মনে করে, যার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। কারণ, এই আদব ও অধিকারগুলো আল্লাহই মুসলিমদের উপর ওয়াজিব করেছেন। আদব ও অধিকারগুলো হল নিম্নরূপ-

১। দেখা হলে, বাক্যালাপের পূর্বে সালাম করবে। বলবে, "আসসালামো আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহু" এবং তার সাথে মুসাফাহ করবে। আর "অ আলাইকুমুসসালাম অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহু" বলে সালামের উত্তর দিবে। কেননা, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [النساء ٨٦]

"আর যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয় (সালাম দেওয়া হয়), তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন কর অথবা ওরই অনুরূপ কর।" (সূরা নিসা ৮৬) নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِى، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ))

(رواه البخاري ومسلم]

"আরোহী পায়ে হাঁটা ব্যক্তিকে, পায়ে হাঁটা ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে

এবং অল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম দিবে।" (বুখারী -মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন,

((وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِف)) [متفق عليه]

"পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম করবে।" (বুখার, মুসলিম)

২। হাঁচির পর সে যদি 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে, তাহলে তার উত্তরে 'য়্যার হামুকাল্লাহ' বলবে। অতঃপর সে বলবে, 'য়্যাহদীকুমুল্লাহ অ ইউসলেহ বালাকুম'। কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَلْحَمْدُ لله وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوْهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ، فَلْيَقُلْ لَهُ يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ)) [رواه البخاري]

"তোমাদের মধ্যে কারো হাঁচি এলে, সে যেন বলে, 'আলহামদু লিল্লা-হ' এবং (উত্তরে) তার ভাই যেন বলে, 'য়্যারহামুকাল্লাহ' তারপর সে যেন বলে, 'হদীকুমুল্লাহ অ ইউসলেহ বালাকুম'।" (বুখারী) আবূ হুরাইরা-ﷺ -বলেছেন, যখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর হাঁচি আসতো, তখন তিনি স্বীয় মুখমণ্ডলে হাত অথবা কাপড় রাখতেন এবং শব্দকে দমন করতেন। (আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ৫০২৯)

৩। অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে এবং তার আরোগ্যের জন্য দুআ করবে। কেননা, রাসলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((حَقُّ الْمَسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ)) [رواه البخاري ومسلم]

"মুসলিমদের পারস্পরিক পাঁচটি অধিকার রয়েছে। আর তা হল, সালামের

উত্তর দেওয়া, অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া, জানাযায় শরীক হওয়া, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির পর (আলহাদুলিল্লাহ বললে উত্তরে) 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বল।" (বুখারী, মুসলিম)

৪। মৃত্যু বরণ করলে, তার জানাযায় শরীক হবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ)) [رواه البخاري ومسلم]

"মুসলিমদের পারস্পরিক পাঁচটি অধিকার রয়েছে। আর তা হল, সালামের উত্তর দেওয়া, অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া, জানাযায় শরীক হওয়া, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির পর (আলহাদুলিল্লাহ বললে উত্তরে) 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বল।" (বুখারী, মুসলিম)

৫। কোনো কিছুর ব্যাপারে তার জন্য কসম খেলে, তা পূরণ করবে। যাতে সে তার কসমভঙ্গকারী না হয়। কেননা, বারা ইবনে আযেব-رضي الله عنه-এর হাদীসে বলা হয়েছে যে,

((أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ)) [متفق عليه]

"রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, অসুস্থকে দেখতে যাওয়ার, জানাযায় শরীক হওয়ার, হাঁচির পর 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলার, কসম পূরণ করার, অত্যাচারিত ব্যক্তির সাহায্য করার এবং দাওয়াত কবুল করার ও সালামের প্রচলন সৃষ্টি করার।" (বুখারী-মুসলিম)

৬। কোনো কিছুর সম্পর্কে বা কোনো ব্যাপারে সে পরামর্শ চাইলে, তাকে

সুপরামর্শ দেবে। অর্থাৎ, যা তার জন্য ঠিক ও কল্যাণকর বলে মনে করে, তা সুস্পষ্টভাবে তাকে বলে দিবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ)) [رواه البخاري]

"কেউ তার ভায়ের কাছে পরামর্শ কামনা করলে সে যেন তাকে (সৎ) পরামর্শ দেয়।" (বুখারী)

৭। যা নিজের জন্য ভালবাসে, তা তার জন্যও বাসবে। আর যা নিজের জন্য অপছন্দ করে, তা তার জন্যও অছন্দ করবে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتىَّ يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)) [رواه البخاري ومسلم]

"তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা ভালবাসে, তা অন্য ভাইয়ের জন্যও বাসবে।" (বুখারী, মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন,

((اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضَهُ بَعْضاً)) [رواه البخاري ومسلم]

"একজন মু'মিন অন্য মু'মিনের জন্য এমন একটি অট্টালিকার মত, যার একাংশ অন্যাংশকে শক্তি পৌঁছায়।" (বুখারী-মুসলিম)

৮। তার সাহায্য করবে। যখনই সে সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন বোধ করবে, তখনই তার সাহায্য-সহযোগিতা করবে। সাহায্য থেকে তাকে কোনো সময় বঞ্চিত করবে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوْماً، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ الله أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوْماً أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ظَالِماً كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ)) [رواه البخاري]

"তোমার ভাই অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত, তার সাহায্য কর।" এক ব্যক্তি বলল, অত্যাচারিত হলে তার সাহায্য করব। কিন্তু যে অত্যাচারী তার সাহায্য কেমনে করব? তিনি বললেন, "তার হাতকে অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখ এবং তার মধ্যে ও তার কার্যকলাপের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি কর। এটাই হবে তার (অত্যাচারীর) সাহায্য করা।" (বুখারী) তিনি-ﷺ-আরো বলেছেন,

((مَنْ ردّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ رَدّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) [رواه الترمذي]

"যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের ইজ্জত-সম্ভ্রম রক্ষা করবে, কিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।" (তিরমিজী, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ১৯৩১)

৯। কোনো অনিষ্টকর বা অবাঞ্ছনীয় জিনিস যেন তাকে না পৌঁছে। কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ)) [رواه مسلم]

"প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, ধন-সম্পত্তি এবং সম্ভ্রম অন্য মুসলিমের উপর হারাম (মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন,

((لاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يُرَوِّعَ مُسْلِماً)) [رواه أبوداود]

"কোনো মুসলিমকে ভীত সন্ত্রস্ত করা অন্য মুসলিমের জন্য বৈধ নয়।" (আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ৫০০৪) তিনি আরো বলেছেন,

((اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِن لِسَانِهِ وَيَدِهِ)) [رواه البخاري ومسلم]

"মুসলিম তো সেই, যার জিভ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদে থাকে।" (বুখারী-মুসলিম)

১০। তার সাথে নম্র আচরণ করবে। তার সাথে অহঙ্কার প্রদর্শন করবে না এবং তার বৈধ স্থান থেকে তাকে উঠিয়ে নিজে সেখানে বসবে না। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [لقمان ١٨]

"লোকদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না। আর যমীনের উপর অহঙ্কার সহকারে চলাফেরা করো না। আল্লাহ কোনো আত্ম-অহঙ্কারী দাম্ভিক মানুষকে পছন্দ করেন না।" (সূরা লুক্বমান ১৮) আর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, আর রাসূল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إِلاّ رَفَعَهُ اللهُ تَعَالَى)) [رواه مسلم]

"যে ব্যক্তি আল্লাহর নিমিত্ত নম্র হয়, আল্লাহ তার সম্মান বাড়িয়ে দেন।" (মুসলিম) তিনি-ﷺ-প্রত্যেকের জন্য নম্র হতেন। কোনো রকমের অহঙ্কার ও দাম্ভিকতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে তিনি বিধবা নারী ও ফকীর-মিসকীনদের সাথে চলাফেরা করতেন। তাদের প্রয়োজন পূরণ করতেন। তিনি বলেছেন,

((لاَ يُقِيْمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلاً مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ)) [رواه البخاري ومسلم]

وفي مسند أحمد ((وَلَكِنْ تَوَسَّعُوْا وَتَفَسَّحُوْا))

"তোমাদের কেউ যেন কোনো ব্যক্তিকে তার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে না বসে।" (বুখারী-মুসলিম) মুসনাদ আহমদ-এর বর্ণনায় এসেছে,

"বরং তোমরা নিজেদের সভাস্থলে প্রশস্ততার সৃষ্টি করে নিবে।"

১১। তিন দিনের অধিক তার সাথে বাক্যালাপ থেকে বিরত থাকবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِيْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ)) [رواه البخاري ومسلم]

"কোনো মুসলিমের জন্য তার কোনো মুসলিম ভাইকে তিন রাতের (তিনদিন ও তিনরাত) বেশী বিছিন্ন করে রাখা বৈধ নয়। তারা উভয়ে সামনাসামনি হয়, কিন্তু একে অপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর তাদের উভয়ের মধ্যে যে আগে সালাম দেয়, সে-ই উত্তম।" (বুখারী-মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন,

((وَلاَ تَدَابَرُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً)) [رواه البخاري ومسلم]

"পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করো না। আল্লাহর বান্দারা! ভাই ভাই হয়ে থাক।" (বুখারী-মুসলিম)

১২। তার গীবত করবে না। তাকে ঘৃণা করবে না। তার গোপনীয় দোষ বর্ণনা করবে না। তার সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে না। তাকে মন্দ খেতাবে ডাকবে না এবং মানুষের মাঝে ফিৎনা ও ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে চুগলী ক'রে তার কোনো কথাকে অন্যের নিকট পৌঁছে দিবে না। কারণ, আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ﴾

“হে ঈমানদারগণ! খুব বেশী ধারণা পোষণ করা হতে বিরত থাক। আর তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি করো না। আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে, তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? তোমরা নিজেরাই তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাক।” (হুজুরাত ১২) তিনি আরো বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات ١١]

“হে ঈমানদারগণ! একদল পুরুষ যেন অপর একদল পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাদেরকে উপহাস করা হয়, তারা উপহাসকারী দল অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং একদল নারী যেন অপর একদল নারীকেও উপহাস না করে; কেননা, যাদেরকে উপহাস করা হয়, তারা উপহাস-কারিণী দল অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা (এ ধরনের আচরণ হতে) নিবৃত্ত না হয় তারাই সীমালংঘনকারী।” (সূরা হুজুরাত ১১) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-সাহাবাগণকে লক্ষ্য ক’রে বললেন,

((أَتَدْرُوْنَ مَالْغِيْبَةُ؟ قَالُوْا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيْلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيْ أَخِيْ مَا أَقُوْلُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ،

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ)) [رواه مسلم]

"তোমরা কি জানো গীবত কাকে বলে? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, গীবত হল, তোমার ভায়ের এমন প্রসঙ্গ তুলে ধরা, যা সে অপছন্দ করে। বলা হল, আমি যা বলি, তা যদি সত্যিকার তার মধ্যে থেকে থাকে? তিনি বললেন, তুমি যা বল, তা যদি সত্যি সত্যিই তার মধ্যে থেকে থাকে, তবেই তো তুমি গীবত করলে। আর যদি সে জিনিস তার মধ্যে না থেকে থাকে, তাহলে তুমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিলে।" (মুসলিম) তিনি শেষ হজ্জের বিদায়ী ভাষণে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, "তোমাদের রক্ত, বিষয়-সম্পত্তি এবং মান-সম্ভ্রম তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম।" (মুসলিম) তিনি এ কথাও বলেছেন যে,

((لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ)) [متفق عليه]

"চুগোলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (বুখারী-মুসলিম)

১৩। জীবিত, অথবা মৃত কোনো অবস্থায় তাকে গালি দিবে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)) [متفق عليه]

"মুসলিমকে গাল-মন্দ করা ফাসেকী এবং তার সাথে খুনোখুনি করা কুফরী।" (বুখারী, মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন,

((لاَتَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوْا)) [رواه البخاري]

"তোমরা মৃতদেরকে গালি দিও না। যেহেতু তারা নিজেদের কৃতকর্মের পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। (অর্থাৎ, তার ফল ভোগ করছে)।" (বুখারী)

১৪। তার প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করবে না। তার ব্যাপারে কোনো খারাপ ধারণা রাখবে না এবং তার গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি করবে না। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ﴾ [الحجرات ١٢]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা বহুবিধ ধারণা হতে দূরে থাক; কারণ কোনো কোনো ধারণা পাপ। আর তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা (গীবত) করো না।" (সূরা হুজুরাত ১২)

১৫। তাকে ধোঁকা দিবে না। তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না এবং তার সাথে মিথ্যা বলবে না। কেননা, আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً ﴾ [الأحزاب ٥٨]

"যারা কোনো অপরাধ ছাড়াই মু'মিন পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে।" (সূরা আহযাব ৫৮) নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصاً، وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهَا كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتىَّ يَدَعَهَا، إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ)) [رواه البخاري ومسلم]

"চারটি অভ্যাস যার মধ্যে থাকবে, সে খাঁটি মুনাফেক বিবেচিত হবে। আর যার মধ্যে চারটের একটি থাকবে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে একটি মুনাফেকী অভ্যাস আছে বলা হবে। অভ্যাসগুলো হল, আমানতের খিয়ানত করা, কথায় কথায় মিথ্যা বলা, ওয়াদাচুক্তি ভঙ্গ করা এবং ঝগড়া বাধলে অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করা।" (বুখারী, মুসলিম)

১৬। উত্তম চরিত্রসহ তার জন্য যা কল্যাণকর, তা পেশ করবে এবং অকল্যাণ ও অনিষ্ট থেকে তাকে রক্ষা করবে। সহাস্যে তার সাথে সাক্ষাৎ করবে। তার অনুগ্রহ গ্রহণ করবে। তার দ্বারা অপ্রীতিকর কিছু ঘটে গেলে, তা ক্ষমা করে দিবে এবং তার শক্তির ঊর্ধ্বে কোনো কিছু তার উপর চাপাবে না। আল্লাহর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ)) [رواه الترمذي]

"তুমি যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং পাপের পরে পুণ্য কর, যা পাপকে মুছে ফেলবে। আর মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর।" (তিরমিজী, হাদীসটি হাসান। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ১৯৮৭)

১৭। বড় হলে তাকে শ্রদ্ধা কর। আর ছোট হলে তার প্রতি রহম কর। কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لَيْسَ مِنَّا مَن لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا)) [رواه أحمد]

"যে বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করে না, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (আহমদ)

কাফেরদের প্রতি আদব

মুসলিম এই ধারণা পোষণ করে যে, ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত ধর্ম হল বাতিল ধর্ম। আর ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের অনুসারীরা কাফের। ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম। এই ধর্মের অনুসারীরাই মু'মিন মুসলিম। কেননা, আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ﴾ [آل عمران ١٩]

"আল্লাহর নিকট ইসলামই হল একমাত্র ধর্ম।" (আল ইমরান ১৯) তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران ٨٥]

"যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম অবলম্বন করতে চায়, কস্মিণ-কালেও তা কবুল করা হবে না। এবং পরকালে সে ব্যর্থ ও বঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা আল ইমরান ৮৫) এ থেকেই প্রত্যেক মুসলিমের নিকট এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, যারা ইসলামকে একমাত্র ধর্ম বলে মেনে নিবে না, তারা কাফের। তবে প্রত্যেক মুসলিমকে কাফেরদের প্রতি নিম্নে উল্লিখিত আদবের খেয়াল রাখতে হবে।

১। কুফরীর উপর তার প্রতিষ্ঠিত থাকাকে সে মেনে নিবে না এবং তাতে সে সন্তুষ্টও থাকবে না। কারণ, কুফরীতে সন্তুষ্ট থাকাও কুফরী।

২। তাকে সে মনে মনে ঘৃণা করবে, কেননা আল্লাহ তাকে ঘৃণা করেন। অতএব ভালবাসা আল্লাহর নিমিত্ত হবে এবং ঘৃণাও তাঁর নিমিত্তে হবে। কাজেই আল্লাহ তাকে ঘৃণা করেন বলেই মুসলিমরা তাকে ঘৃণা করবে।

৩। তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে না। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ ﴾ [آل عمران ٢٨]

"মু'মিনরা যেন কখনো ঈমানদার লোকদের পরিবর্তে অবিশ্বাসিদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে।" (আল ইমরান ২৮) তিনি আরো বলেন,

﴿ لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾ [المجادلة ٢٢]

"আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোনো সম্প্রদায়কে তুমি পাবে না, যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে; তাতে এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা হোক, পুত্র হোক, ভ্রাতা অথবা তাদের জাতি-গোত্র যে-ই হোক না কেন।" (সূরা মুজাদালা ২২)

৪। যদি সে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ না করে, তাহলে তার সাথে উত্তম ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করবে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الممتحنة ٨]

"দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়-পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা মুমতাহিনা ৮)

৫। তার প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া প্রদর্শন করবে। সুতরাং ক্ষুধার্ত হলে, আহার করাবে। পিপাসিত হলে, পান করাবে। অসুস্থ হলে, দেখতে যাবে এবং ধ্বংস ও কষ্টকর অবস্থা থেকে তাকে নিষ্কৃতি দেওয়ার চেষ্টা করবে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((اِرْحَمْ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكَ مَنْ فِي السَّمَاءِ)) [رواه الطبراني]

"যমীনে বসবাসকারী সকলের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, তাহলে আসমানওয়ালা তোমার উপর দয়া করবেন।" (আসসাহীহা ৯২৫-২/৫৯৪)

৬। তার মাল ও সম্ভ্রমের উপর আক্রমণ ক'রে তাকে কষ্ট দিবে না, যদি সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে। কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: يَا عِبَادِيْ إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً فَلاَ تَظَالَمُوْا...)) [رواه مسلم]

"আল্লাহ তাআ'লা বলেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি যুলুম করাকে নিজের উপর হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের জন্যও তা হারাম করে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা পরস্পরের উপর যুলুম করো না।" (মুসলিম)

৭। তাকে হাদিয়া দেওয়া এবং তার কাছ থেক হাদিয়া কবুল করা জায়েয। আর ইয়াহুদী বা খ্রীষ্টান হলে, তার খাবার খাওয়াও জায়েয। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة ٥]

"আহলে-কিতাবের খানা খাওয়া তোমাদের জন্য হালাল।" (মায়েদা ৫)

অনুরূপ সঠিক সূত্রে এ কথা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে মদীনার এক

ইয়াহুদী দাওয়াত করলে, তিনি তা গ্রহণ করেন এবং সে যা তাঁর জন্য পেশ করে, তা তিনি আহার করেন।

৮। কোনো মু'মিনাহ মহিলার বিবাহ তার সাথে দেওয়া যাবে না। তবে ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টটানদের মহিলাদেরকে বিবাহ করা জায়েয। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ [البقرة ٢٢١]

"নিজেদের কন্যাদেরকে মুশরিক পুরুষদের সাথে বিবাহ দিবে না। যতক্ষণ না তারা ঈমান আনবে।" (সূরা বাক্বারা ২২১) আর ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টটান মহিলাদের সাথে বিবাহ বৈধ হওয়ার প্রমাণ হল, মহান আল্লাহর এই বাণী,

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ﴾ [المائدة ٥]

"তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের সচ্চরিত্রা নারীগণ (তোমাদের জন্য বৈধ করা হল); যদি তোমরা তাদেরকে মোহর প্রদান ক'রে বিবাহ কর, প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা উপপত্নীরূপে গ্রহণ করার জন্য নয়।" (সূরা মায়েদা ৫)

৯। হাঁচির পর সে যদি 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে, তাহলে উত্তরে 'য়্যাহদী কুমুল্লাহ অ ইউলেহ বালাকুম' বলবে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট ইয়াহুদীরা এই আশায় হাঁচি দিত যে, তিনি তাদের উত্তরে 'য়্যারহামু কাল্লাহ' বলবেন। কিন্তু তিনি বলতেন, 'য়্যাহদীকুমুল্লাহ অ ইউলেহ বালাকুম'।

১০। তাদেরকে আগে সালাম করবে না। তবে যদি তারা সালাম করে,

তাহলে শুধু 'অ আলাইকুম' বলবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ)) [متفق عليه]

"তোমাদেরকে আহলি-কিতাব (ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান)-দের কেউ যদি সালাম করে, তাহলে তোমরা শুধু 'অ আলাইকুম' বলবে।" (বুখারী, মুসলিম)

১১। কোনো স্থানে তার সাথে সাক্ষাৎ হলে, তাকে আরো সংকীর্ণ রাস্তায় যেতে বাধ্য করবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لاَتَبْدَؤُا الْيَهُوْدَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ فَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيْقٍ فَاضْطَرُّوْهُ إِلَى أَضْيَقِهِ)) [رواه مسلم]

"ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে আগে সালাম দিবে না। যদি তাদের কারো সাথে কোনো রাস্তায় সাক্ষাৎ হয়, তাহলে তাদেরকে আরো সংকীর্ণ রাস্তায় যেতে বাধ্য করবে।" (মুসলিম)

* উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরত্ববী রাঃ বলেছেন, কোনো সংকীর্ণ রাস্তায় তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে তোমরা তাদের সম্মানে নত হবে না। হাদীসের অর্থ এই নয় যে, প্রশস্ত রাস্তায় তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে তাদের উপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি কর। কারণ, এতে মানুষকে কষ্ট দেওয়া হয়। আর মানুষ কষ্ট দেওয়া হতে আমাদেরকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। (ফাত-হুল বারী)

১২। তাদের বিরোধিতা করবে। তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে না। রাসূলু-ল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

(مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)) [رواه أبوداود]

"যে কোনো জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করে, সে তাদেরই একজন বিবেচিত

হয়।" (আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ)

পশুজাতের প্রতি আদব

প্রত্যেক মুসলিমকে মনে করতে হবে যে, অধিকাংশ পশুই এক সম্মানিত সৃষ্টি। তাই সকলের উচিত হল, তাদের প্রতি দয়া ও সমবেদনা প্রদর্শন করা এবং নিম্নে বর্ণিত আদবের খেয়াল রাখা।

১। ক্ষুধিত ও পিপাসিত হলে, পানাহার করানো। কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((فِيْ كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ)) [متفق عليه]

"প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে নেকী রয়েছে।" (বুখারী-মুসলিম)

২। তার প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করা। কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-দু'টি শিশু পায়রার মাকে ডানা দু'টিকে নিয়ে ছটফট করতে দেখে বলেন,

((مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوْا وَلَدَهَا إِلَيْهَا)) [رواه أبوداود]

"কে এর বাচ্চা ধরে এনে একে ভীত সন্ত্রস্ত করেছ? তার বাচ্চা তার কাছে ফিরিয়ে দাও।" (আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ২৬৭৫)

৩। জবাই অথবা হত্যা করার সময় তাকে আরাম দেওয়া। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَه فَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ)) [رواه مسلم]

"মহান আল্লাহ প্রতিটি কাজকে উত্তমরূপে (অথবা অনুগ্রহের সাথে)

সম্পাদন করাটাকে ফরয করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা যখন (কাউকে) হত্যা করবে তখন ভালভাবে হত্যা কর এবং যখন (পশু) জবাই করবে তখন ভালভালে জবাই কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, সে যেন নিজ ছুরি ধারাল করে নেয় এবং জবাইযোগ্য পশুকে আরাম দেয়। (অর্থাৎ জবাই-এর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে)।" (মুসলিম)

৪। তাকে কোনো প্রকারের আযাব ও শাস্তি দিবে না। যেমন, অত্যধিক ক্ষুধার্ত রাখা, মারধর করা বা তার উপর তার শক্তির ঊর্ধ্বে বোঝা চাপিয়ে দেওয়া অথবা তাকে আগুনে পুড়ানো ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِيْ هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَزْلاً)) [رواه البخاري ومسلم]

"একটি মহিলা একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে, যাকে সে বেঁধে রেখেছিল। আবদ্ধ অবস্থায় তাকে সে পানাহার করায়নি এবং তাকে ছেড়েও দেয়নি যে সে যমীনে আচরণশীল কীট-পতঙ্গ আহার করবে। ফলে ক্ষুধার্তজনিত দুর্বলতায় সে মারা যায়।" (বুখারী, মুসলিম) অনুরূপ রাসূলুল্লাহ-ﷺ-পিঁপড়ার একটি জ্বলিত বাসার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন,

((إِنَّهُ لاَيَنْبَغِيْ أَن يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إلاّ رَبُّ النَّارِ)) [رواه أبوداود]

"আগুনের প্রভু ব্যতীত অন্য কারো আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়ার অধিকার নাই।" (আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ)

৫। অনিষ্টকর পশু-পাখি হত্যা করা জায়েয। যেমন, কামড়ানো কুকুর, বাঘ, সাপ, বিছে ও ইঁদুর ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((خَمْسٌ فَوَاسِقُ يَقْتُلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَامِ: اَلْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، الْكَلْبُ الْعَقُوْرُ، الْحُدَيَّا)) [رواه البخاري ومسلم]

"পাঁচটি দুষ্ট প্রকৃতির প্রাণীকে হালাল ও হারাম উভয় স্থানে হত্যা করা জায়েয। আর তা হল, সাপ, বিছে, দাঁড়কাক এবং যে কুকুর কামড়ায় ও চিল।" (বুখারী-মুসলিম)

৬। উট, গরু ও ছাগলের কানে কোনো ভাল উদ্দেশ্যে দাগা জায়েয। এক বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর পবিত্র হাত দিয়ে সাদক্বার উটকে দেগে ছিলেন। তবে উক্ত পশু ব্যতীত অন্য কোনো পশুকে দাগা জায়েয নয়। কেননা, নবী কনীম-ﷺ-এর নিকট দিয়ে একটি গাধা অতিক্রম করল, যার চেহারা দাগা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন,

((لَعَنَ اللهُ الَّذِيْ وَسَمَهُ)) رواه مسلم

"যে এর চেহারা দেগেছে, তার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত হোক।" (মুসলিম)

৭। পশুদের নিয়ে আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর আনুগত্য থেকে উদাসীন হয়ে পড়বে না। কারণ মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ﴾ [المنافقون ٩]

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে যেন আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন করে না দেয়।" (সূরা মুনাফিক্বুন ৯) অনুরূপ রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((اَلْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ: هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، فَأَمَّا

الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْراً وَ نِوَاءً عَلَى أَهْلِ الْإِسْلاَمِ، فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُوْرِهَا وَلاَ رِقَابِهَا، فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ، وَ أَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ لِأَهْلِ الْإِسْلاَمِ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ، إِلاَّ كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ، وَ كُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ، وَلاَ تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْنِ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَ أَرْوَاثِهَا، حَسَنَاتٌ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَه)) [رواه البخاري ومسلم]

"ঘোড়া হল তিন প্রকারের; ঘোড়া কারো পক্ষে পাপের বোঝা, কারো পক্ষে পর্দাস্বরূপ এবং কারো জন্য সওয়াবের বিষয়। যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য পাপের বোঝা হয়ে দাঁড়ায় তা হল সেই ঘোড়া, যা লোকপ্রদর্শন, গর্বপ্রকাশ এবং মুসলিমদের প্রতি শত্রুতার উদ্দেশ্যে পালন করে। এ ঘোড়া হল তার মালিকের জন্য পাপের বোঝা।

আর যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য পর্দাস্বরূপ, তা হল সেই ঘোড়া, যাকে মালিক আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের জন্য) প্রস্তুত রাখে। অতঃপর সে তার পিঠ ও গর্দানে আল্লাহর হক ভুলে না। তার যথার্থ প্রতিপালন করে জিহাদ করেছে। এ ঘোড়া হল তার মালিকের পক্ষে (জাহান্নাম হতে অথবা ইজ্জত-সম্মানের জন্য) পর্দাস্বরূপ।

আর যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য সওয়াবের কারণ হয়, তা হল সেই ঘোড়া যাকে তার মালিক মুসলিমদের (প্রতিরক্ষার) উদ্দেশ্যে কোনো

চারণভূমি বা বাগানে প্রস্তুত রেখেছে। তখন সে ঘোড়া ঐ চারণভূমি বা বাগানের যা কিছু খাবে তার খাওয়া ঐ (ঘাস-পাতা) পরিমাণ সওয়াব মালিকের জন্য লিপিবদ্ধ হবে। অনুরূপ লিখা হবে তার লাদ ও পেশাব পরিমাণ সওয়াব। সে ঘোড়া যখনই তার রশি ছিঁড়ে একটি অথবা দু'টি ময়দান অতিক্রম করবে তখনই তার পদক্ষেপ ও লাদ পরিমাণ সওয়াব তার মালিকের জন্য লিখে দেওয়া হবে। অনুরূপ তার মালিক যদি তাকে কোনো নদীর কিনারায় নিয়ে যায়, অতঃপর সে সেই নদী হতে পানি পান করে অথচ মালিকের পান করানোর ইচ্ছা থাকে না, তবুও মহান আল্লাহ তার পান করা পানির সমপরিমাণ সওয়াব মালিকের জন্য লিপিবদ্ধ করে দিবেন।" (বুখারী-মুসলিম) এই হল পশুজাতের প্রতি কতিপয় আদবের কথা, যা প্রত্যেক মুসলিম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য ক'রে এবং সেই শরীয়তের নির্দেশের উপর আমল ক'রে পালন করে, যে শরীয়ত প্রত্যেক মানুষ এবং পশু-পাখি সহ সকল সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত ও কল্যাণের বার্তা বহন করেছে।

মজলিস ও বসার আদব

মুসলিমদের জীবনের সবকিছুই পরিচালিত হবে ইসলামী তরীকা-পদ্ধতি অনুযায়ী। ইসলাম মুসিলমদের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রকে তুলে ধরেছে। এমন কি তাদের পারস্পরিক বসার তরীকা ও পদ্ধতি কেমন হবে, সে কথাও তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমকে মজলিস ও বসার ব্যাপারে ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত আদবগুলো মেনে চলতে হবে। আর তা হল,

১। মজলিসে এসে সেখানে উপস্থিত সকলকে আগে সালাম করবে। তারপর বসবে। কোনো ব্যক্তিকে তার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসবে

না এবং দুই ব্যক্তির মধ্যে তাদের অনুমতি ব্যতীত বসবে না। কারণ, রাসলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لاَيُقِيْمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلاً مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ)) [رواه البخاري ومسلم] وفي مسند أحمد ((وَلَكِنْ تَوَسَّعُوْا وَتَفَسَّحُوْا))

"তোমাদের কেউ যেন অন্য কোনো ব্যক্তিকে তার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে না বসে।" (বুখারী, মুসলিম) মুসনাদ আহমদ-এর বর্ণনায় এসেছে, "বরং তোমরা নিজেদের সভাস্থলে প্রশস্ততার সৃষ্টি করে নিবে।" ইবনে উমারের জন্য কোনো ব্যক্তি যদি নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে যেত, তাহলে তিনি সেখানে বসতেন না। অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَن يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إلاّ بِإِذْنِهِمَا)) [رواه أبوداود والترمذي]

"দুই ব্যক্তি (এক সঙ্গে বসে থাকলে) তাদের অনুমতি ব্যতীত মধ্যস্থলে বসে তাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করা কারো জন্য বৈধ নয়।" (আবূ দাউদ-তিরমিজী, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ও তিরমিযী) ২। কোনো ব্যক্তি তার স্থান ছেড়ে চলে যাওয়ার পর যদি আবার সেখানে ফিরে আসে, তাহলে সে জায়গার অধিকার তারই বেশী।" রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ)) [رواه مسلم]

"কেউ যদি তার জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আবার সেখানে ফিরে আসে, তাহলে সেই স্থানের অধিকার তারই সব চেয়ে বেশী।" (মুসলিম)

৩। মজলিসে বসে থাকা অবস্থায় যেসব আদবের খেয়াল রাখতে হয়, তা হল, মসলিসে বসে দাঁতের খিলাল করবে না। নাকে আঙ্গুল দিবে না। খাঁকার ও থুথু ফেলা থেকে বিরত থাকবে। বেশী নড়াচড়া না করে স্থির-ভাবে বসে থাকবে। সঠিক কথা বলতে প্রচেষ্টা করবে। নিজের ও তার পরিবারবর্গের সৌন্দর্যকে বয়ান করবে না এবং অন্য কেউ তার সাথে কথা বললে, তার কথাকে না কেটে নীরব থেকে মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করবে। মুসলিম দু'টি কারণের ভিত্তিতে উক্ত আদবসমূহের যত্ন নেয়। আর তা হল,

(ক) যাতে করে তার কোনো ভাই তার আচরণ ও কর্মের মাধ্যমে কোনো কষ্ট না পায়। কারণ, মু'মিনকে কষ্ট দেওয়া হারাম। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِن لِسَانِهِ وَيَدِهِ)) [رواه البخاري ومسلم]

"মুসলিম তো সে-ই, যার হাত ও জিভের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদে থাকে।" (বুখারী, মুসলিম)

(খ) যাতে করে পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি ও ভক্তি সৃষ্টি হয়। কেননা, ইসলাম প্রত্যেক মুসলিমকে আপসে প্রেম ও ভালবাসা সহকারে জীবন-যাপন করার নির্দেশ দিয়েছে।

রাস্তার পাশে বসলে তার আদব

১। দৃষ্টি অবনত রাখবে। কাজেই কোনো নারীকে কুদৃষ্টিতে দেখবে না। আর না কারো প্রতি ঈর্ষাভরা দৃষ্টিতে তাকাবে অথবা ঘৃণার চোখে দেখবে।

২। পথিকদের কোনো প্রকার কষ্ট দেওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। তাই কোনো ব্যক্তিকে জিভ দ্বারা গালি দিয়ে অথবা তার খারাপ কিছু তুলে ধরে কিংবা হাত দিয়ে প্রহার ক'রে বা কারো মাল ছিনিয়ে এবং পথিকদের

চলার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি ক'রে কোনো কষ্ট দিবে না।

৩। যাত্রীরা সালাম দিলে, তাদের সালামের উত্তর দিবে। কারণ, সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [النساء ٨٦]

"আর যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয় (সালাম দেওয়া হয়), তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন কর অথবা ওরই অনুরূপ কর।" (সূরা নিসা ৮৬)

৪। কাউকে কোনো ভাল কাজ ত্যাগ করতে দেখলে, তা করার নির্দেশ দিবে। কারণ, এটা তার দায়িত্ব। অনুরূপ ভাল কাজের আদেশ দেওয়া প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। যেমন, মনে করুন, আযান হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিরা অথবা যাত্রীরা কেউ নামাযের প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছে না। এমতাবস্থায় তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দেওয়া তার উপর ওয়াজিব।

৫। তার সামনে কাউকে কোনো অন্যায় কাজ করতে দেখলে, তা থেকে তাকে বাধা প্রদান করবে। কারণ, মন্দ কাজের বাধা প্রদান করাও মুসলিমদের কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ)) [رواه مسلم]

"যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ হতে দেখবে, সে যেন তা রোধ করে।" (মুসলিম) যেমন, মনে করুন, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে তার সামনে অন্যায়ভাবে প্রহার করছে বা তার মাল ছিনিয়ে নিচ্ছে, এমতাবস্থায় তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায় যে, সাধ্যানুসারে সে তাকে এই অন্যায় থেকে বাধা দান করবে।

৬। বিপথগামীকে সঠিক পথের সন্ধান দিবে।

উপরোক্ত আদবগুলির দলীল হল, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর এই বাণী, যা তিনি সাহাবীদেরকে সম্বোধন ক'রে বলেছিলেন,

((إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوْا: مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا قَالَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إلاّ المَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهَا، قَالُوْا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ)) [رواه البخاري ومسلم] وفي رواية أبي داود: ((وَتُغِيْثُوْا الْمَلْهُوْفَ وَتَهْدُوا الضَّالَّ))

"খবরদার তোমরা পথে বসবে না। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! রাস্তায় বসা থেকে বাঁচার আমাদের কোনো উপায় নাই। আমরা রাস্তায় বসে আপসে কথাবার্তা বলি। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, তোমরা যখন রাস্তার উপর বসা থেকে বিরত থাকতে অস্বীকার করছ, তখন রাস্তার অধিকার আদায় করবে। তাঁরা (সাহাবীগন) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল!রাস্তার আবার অধিকার কি? তিনি বললেন, "দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক জিনিস রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া, সালামের উত্তর দেওয়া এবং ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ প্রদান করা।" (বুখারী-মুসলিম) আবূ দাউদ-এর বর্ণনায় এসেছে, "আর বিপন্ন ব্যক্তির সাহায্য কর এবং বিপথগামীকে সঠিক পথের সন্ধান দিও।"

মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার সময় আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে নেওয়াও বসার আদবের অন্তর্ভুক্ত। হতে পারে মজলিসে থাকাকালীন কেউ তার দ্বারা কষ্ট পেয়েছে, কাজেই ক্ষমা চেয়ে নিলে তার এই ত্রুটির

কাফফারা হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-যখন মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন বলতেন,

((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ)) [رواه الترمذي]

"সুবহা-নাকাল্লাহুম্মা অ বিহামদিকা আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা অ আতূবু ইলাইকা" (হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসা সহ তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া সত্যিকার কোনো উপাস্য নেই। আর তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট তাওবা করছি। আর এই দুআ পড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বললেন, "এতে মজলিসে সংঘটিত ত্রুটির কাফফারা হয়ে যায়)। (তিরমিজী, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ৩৪ ৩৩)

পানাহারের আদব

মুসলিম পানাহার সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে যে, এটা অন্য এক মহান লক্ষ্যে পৌঁছার মাধ্যম মাত্র। পানাহারই প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং সে পানাহার করে দৈহিক সুস্থতা ও সবলতা অর্জনের জন্য, যা তাকে আল্লাহর ইবাদত সম্পাদনে সক্ষম করবে। আর এই ইবাদত তাকে পার-লৌকিক সম্মান ও পরম সৌভাগ্য লাভের অধিকারী বানাবে। তাই সে শুধুমাত্র প্রবৃত্তির চাহিদার দাবীতে ও পানাহারই প্রধান উদ্দেশ্য মনে করে তা গ্রহণ করে না। বরং পানাহারের ব্যাপারে শরীয়ত কর্তৃক আরোপিত বিশেষ আদবগুলির যত্ন নেয়। আর তা হল,

(ক) পানাহারের পূর্বের আদব

১। খাদ্য যেন হালাল পন্থায় উপার্জিত হয়। তাতে হারামের কোনো লেশ যেন না থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [البقرة ١٧٢]

"হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর।" (সূরা বাক্বারা ১৭২) আর পবিত্র বলতে এমন হালাল দ্রব্যাদি, যা ঘৃণ্য ও নোংরাজাতীয় হবে না। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِنَّهُ لاَ يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلاَّ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ)) [رواه الترمذي]

"যে মাংস হারাম খাদ্যে তৈরী হয়, জাহান্নামই তার হকদার বেশী।" (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ৬১৪)

২। পানাহারের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর ইবাদত সম্পাদনে শক্তিসঞ্চয়। নিয়তের গুণে এই আহারাদি আল্লাহর আনুগত্যে পরিণত হবে, যাতে সে নেকী পাবে।

৩। খাওয়ার পূর্বে হস্তদ্বয় ধুয়ে নিবে, যদি তাতে নোংরাজাতীয় কোনো কিছু লেগে থাকে কিংবা তা পবিত্র আছে কি না, তা যদি তার জানা না থাকে।

৪। খাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ-ﷺ-যেভাবে নম্র-বিনয় হয়ে বসতেন, সেই-ভাবে বসবে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا)) [رواه البخاري]

"আমি হেলান দিয়ে খাই না।" (বুখারী)

৫। খাবার যা উপস্থিত পাবে, সন্তুষ্টচিত্তে তা আহার করবে। খাবারের কোনো দোষ বর্ণনা করবে না। আবূ হুরাইরা-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

((مَا عَابَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طَعَاماً قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَهُ)) [رواه البخاري ومسلم]

"রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কখনো কোনো খাবারের দোষ বর্ণনা করেননি। রুচিসম্মত হলে, আহার করেছেন, অন্যথায় বর্জন করেছেন।" (বুখারী, মুসলিম)

৬। মেহমান অথবা স্ত্রী কিংবা সন্তানাদি বা বাড়ীর চাকরকে সাথে নিয়ে এক সঙ্গে খাবে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-সাহাবায়ে কেরামদের পৃথক পৃথক হয়ে খাওয়ার কথা শুনে) বলেছিলেন,

((فَاجْتَمِعُوْا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ)) [رواه أبوداود وابن ماجة]

"তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে (বিসমিল্লাহ বলে) এক সঙ্গে আহার কর, তাতে তোমাদেরকে বরকত দান করা হবে।" (আবূ দাউদ ও ইবনে মাজা হাদীসটি হাসান।

(খ) খাওয়াকালীন আদব,

১। 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়া আরম্ভ করবে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فِيْ أَوَّلِهِ، فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ)) [رواه أبوداود والترمذي]

"যখন তোমাদের মধ্যে কেউ খাওয়া আরম্ভ করে, তখন সে যেন 'বিস মিল্লাহ' বলে আরম্ভ করে। যদি প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে যায়, তাহলে যেন বলে, 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু অ আখিরাহু'। (আবূ দাউদ,

তিরমিজী হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ও সুনানে তিরমিযী ৩৭৬৭-১৮৫৮)

২। খাওয়া শেষ করে মহান আল্লাহর প্রশংসা করবে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ أَكَلَ طَعَاماً وَقَالَ: الْحَمْدُ لله الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) [رواه الترمذي وابن ماجة]

"যে ব্যক্তি খাওয়া শেষ করে বলে, 'আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্বআ'-মানী হাযা অরাযাক্বানী-হি, মিন গায়রি হাওলিম্মিন্নী অলা ক্বুওয়া' (সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমাকে এই খাদ্য আহার করালেন, যাতে ছিল না আমার পক্ষ থেকে কোনো উপায় উদ্যোগ এবং ছিল না কোনো শক্তি সামর্থ্য) তার বিগত সমস্ত পাপকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (সহীহ সুনানে তিরমিযী ও ইবনে মাজা)

৩। ডান হাত দিয়ে তিন আঙ্গুলের সাহায্যে আহার করবে। ছোট ছোট লুকমা উঠিয়ে ভালভাবে চিবাবে। অনুরূপ নিজের দিক থেকে খাবে, প্লেটের মধ্য থেকে নয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-(উমার ইবনে সালামা নামক এক শিশুকে খাওয়ার আদব শিক্ষা দিতে গিয়ে) বললেন,

((يَا غُلاَمُ سَمِّ اللهَ وَ كُلْ بِيَمِيْنِكَ وَ كُلْ مِمَّا يَلِيْكَ)) [متفق عليه]

"হে বৎস! আল্লাহর নাম নিয়ে ডান হাত দিয়ে নিজের কাছ থেকে খাও।" (বুখারী-মুসলিম)

৪। খাদ্যের কোনো কিছু মাটিতে পড়ে গেলে, তা তুলে নিয়ে আবর্জনা পরিষ্কার করে খেয়ে নিবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، وَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ)) [رواه مسلم]

"তোমাদের কারো হাত থেকে (খাওয়ার সময়) যদি লুকমা পড়ে যায়, তাহলে সে যেন তা উঠিয়ে নেয় এবং পরিষ্কার করে তা যেন খেয়ে নেয়। শয়তানের জন্য তা যেন ছেড়ে না দেয়।" (মুসলিম)

৫। গরম খাদ্য ফুঁ দিয়ে ঠান্ডা করবে না এবং ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত তা আহারও করবে না। পান করাকালীন পানপাত্রে শ্বাস ছাড়বে না। কারণ, ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে,

((أَنَّ النَّبِي ﷺ نَهَى أَن يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيْهِ)) [رواه الترمذي وأبوداود]

"নবী করীম-ﷺ-পানপাত্রে নিশ্বাস ফলতে এবং তাতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।" (সহীহ সুনানে তিরমিযী ও আবূ দাউদ)

৬। অত্যধিক পেটপূরে খাওয়া থেকে বিরত থাকবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন

((مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لاَ مُحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ)) [رواه الترمذي وابن ماجة]

"কোনো মানুষ এমন কোনো পাত্র পূর্ণ করেনি যা পেট চাইতে মন্দ। মানুষের জন্য তার মেরুদন্ড সোজা (শক্ত) রাখার জন্য কয়েক গ্রাসই যথেষ্ট। যদি অধিক খেতেই হয়, তাহলে পেটের এক তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানীয়র জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য হওয়া উচিত।" (সহীহ সুনানে তিরমিযী ও ইবনে মাজা)

৭। মজলিসে বয়োজ্যেষ্ঠ ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি থাকলে, তাঁর আগে পানাহার আরম্ভ করবে না। কারণ, এটা আদবের পরিপন্থী।

৮। খাওয়াকালীন অন্যান্য সাথী-সঙ্গীদের প্রতি তাকাতাকি করবে না এবং খাওয়ার সময় তাদের পর্যবেক্ষণ করবে না। কারণ, এতে তারা লজ্জাবোধ করবে।

৯। খাওয়ার সময় এমন কোনো কাজ করবে না, যা স্বভাবগতভাবেই মানুষ ঘৃণা করে। কাজেই খাওয়াকালীন পাত্রে হাত ঝাড়বে না। অনুরূপ মাথাকে প্লেটের বেশী নিকটে আনবে না, যাতে মুখের খাবার প্লেটে না পড়ে। আর দাঁত দিয়ে রুটির কোনো অংশ কামড়ে ধরলে, তার বাকী অংশটুকু যেন প্লেটে না পড়ে, তারও খেয়াল রাখবে। অনুরূপভাবে খাওয়ার সময় ঘৃণিত ও জঘণ্য বাক্য ব্যবহার করবে না, যাতে তার সাথী-সঙ্গীর কোনো কষ্ট না হয়।

(গ) খাওয়ার পরের আদব

১। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর অনুসরণ ক'রে খুব পেটপূরে খাবে না।

২। হাতকে চেটে নিবে, অথবা মুছে নিবে, যাতে তাতে কোনো কিছু অবশিষ্ট না থাকে। অতঃপর ভালভাবে পরিষ্কার করে নিবে।

৩। খাদ্যের কোনো কিছু পড়ে গেলে, উঠিয়ে নিবে। কারণ, এটা নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের বিষয়।

৪। দাঁতের খিলাল ও কুলি করবে। কারণ, এটা মুখের জন্য ভাল।

৫। পানাহারের পর আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং যে খাওয়ালো তার জন্য এই দুআটি করবে।

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ)) [رواه مسلم]

"আল্লা-হুম্মা বা-রিক লাহুম ফীমা-রাযাক্বতাহুম অগফির লাহুম অরহামহুম" (হে আল্লাহ! তুমি তাদের রুজীতে বরকত দাও। তাদের ক্ষমা কর এবং তাদের প্রতি রহম কর)। (মুসলিম)

সফরের আদব

সফর করা মানুষের প্রয়োজনীয় ব্যাপার এবং তা জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। হজ্জ ও উমরাহ, যুদ্ধ, ব্যবসা-বাণিজ্য, জ্ঞান অন্বেষণ এবং আত্মীয়-স্বজনের যিয়ারত করা ইত্যাদিগুলো এমনই জিনিস, যার জন্য সফর করা অত্যাবশ্যক। তাই ইসলাম সফরের বিধান ও তার আদবসমূহের ব্যাপারে বিরাট গুরুত্ব দিয়েছে। প্রত্যেক সৎ মুসলিমের কর্তব্য এগুলো শেখা এবং তা বাস্তবায়ন করা। সফরের বিধানগুলো নিম্নরূপ,

১। চার রাকআত নামাযগুলি কসর ক'রে দু'রাকআত করে পড়বে। তবে মাগরিবের নামাযের কসর নেই, তা তিন রাকআতই পড়বে। কসর সেখান থেকেই আরম্ভ হবে, যেখানে মুসাফির বসবাস করছে। আর স্বীয় বাসস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত কসর অব্যাহত রাখবে। কিন্তু সে যে শহরে যাচ্ছে সেখানে যদি চার দিন ও তার অধিক অবস্থানের নিয়ত করে, তাহলে সে কসর না করে পুরো নামাযই পড়বে। অতঃপর আবার যখন সে স্বীয় শহর অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন নিজ গন্তব্যস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত কসর করতে পারবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ﴾

[النساء ١٠١]

"আর যখন তোমরা সফরে বের হবে, তখন নামায কসর করে পড়লে কোনো দোষ নাই। (সূরা নিসা ১০১)

অনুরূপ আনাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

((خَرَجْنَا مَعَ النَّبِي ﷺ مِنَ المَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى المَدِيْنَةِ)) [رواه البخاري ومسلم]

"আমরা রাসলুল্লাহ-ﷺ-এর সাথে মদীনা থেকে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলাম। তিনি চার রাকআ'ত নামাযগুলি দু'রাকআ'ত করে পড়েছিলেন। আর মদীনায় ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি কসর অব্যাহত রেখেছিলেন।" (বুখারী-মুসলিম)

২। মুসাফিরদের জন্য তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত মোজার উপর মাসাহ করা জায়েয। আলী-ﷺ-কে মোজার উপর মাসাহ করার কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন,

((جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ لَيَالِيْهِنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْماً وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ))

[رواه مسلم]

"রাসূলুল্লাহ-ﷺ-মুসাফিরদের জন্য তিনদিন তিনরাত এবং বাড়ীতে অবস্থান -কারীর জন্য এক দিন এক রাত মোজার উপর মাসাহ করার অনুমতি দিয়েছেন।" (মুসলিম)

৩। পানি না পেলে বা পানি সংগ্রহ করা কষ্টকর হলে কিংবা পানির দাম অত্যধিক বেড়ে গেলে, তায়াম্মুম করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾

[النساء ٤٣]

"আর যদি তোমরা অসুস্থ অবস্থায় থাকো কিংবা পথিক অবস্থায় থাকো অথবা তোমাদের কেউ যদি পায়খানা করে আসে কিংবা তোমরা যদি স্ত্রী সাথে সহবাস করে থাকো, আর তারপর যদি পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করো এবং তা দিয়ে নিজের মুখমণ্ডল ও হাত মাসাহ করো।" (সূরা নিসা ৪৩)

৪। রমযান মাসে রোযা ত্যাগ করতে পারবে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة ١٨٤]

"তোমাদের মধ্যে কেউ রোগাক্রান্ত হলে কিংবা সফরে থাকলে, অন্য সময়ে এই দিনগুলোর রোযা পূরণ করবে।" (সূরা বাক্বারা ১৮৪) অর্থাৎ, অন্য দিনে ত্যাগকৃত রোযার কাযা করবে।

৫। সাওয়ারীর উপর নফল নামায আদায় করা জায়েয, তাতে সাওয়ারীর মুখ যেদিকেই থাকুক না কেন। ইবনে উমার-ﷺ-বলেছেন

((أَنّ رَسُوْلَ الله ﷺكَانَ يُصَلِّيْ سُبْحَتَهُ (النافلة) حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ نَاقَتَهُ))

[رواه مسلم]

"রাসূলুল্লাহ-ﷺ-সাওয়ারীর উপর নফল নামায পড়তেন। আর তার মুখ এদিক ওদিক হতে থাকত।" (মুসলিম)

৬। মুসাফিরের জন্য যোহর, আসর এবং মাগরিব ও এশার নামাযকে একত্রে পড়া জায়েয। আর এটা দুইভাবে হয়। যেমন, যোহরের সাথে আসর এবং মাগরিবের সাথে এশাকে পড়ে নেওয়া। একে বলা হয় জামআ' তাক্বদীম তথা অগ্রিম পড়ে নেওয়া। কিংবা যোহরের নামাযকে আসরের সাথে আসরের সময়ে এবং মাগরিবের নামাযকে এশার সাথে এশার

সময়ে পড়া। একে বলা হয় জামআ' তা'খীর তথা বিলম্ব করে পড়া। মুআয -ﷺ-বলেছেন,

((خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكٍ فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعاً وَالمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعاً)) [رواه مسلم]

"আমরা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সাথে তাবুক সফরে বের হয়েছিলাম। তিনি-ﷺ-যোহর ও আসরের নামাযকে এবং মাগরিব ও এশার নামাযকে একত্রে আদায় করেছিলেন।" (মুসলিম)

সফরের আদব

১। (তার উপর কারো দাবী থাকলে) দাবী পূরণ করবে এবং আমানত তার মালিকের নিকট পৌঁছে দিবে। কারণ, সফর থেকে ফিরে আসার কোনো নিশ্চয়তা থাকে না।

২। সফরের পাথেয় যেন হালাল পন্থায় সঞ্চিত হয়। স্বীয় স্ত্রী, সন্তানাদি ও পিতা-মাতা সহ যাদের ব্যয়ভার তার উপর ওয়াজিব, তাদের ব্যয় করার মত জিনিস রেখে যাবে।

৩। পরিবারবর্গ এবং ভাই ও বন্ধুদের নিকট থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তাদের জন্য এই দুআটি করবে।

((أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ)) [رواه أبوداود]

"আসতাওদিউল্লাহা দ্বীনাকুম অ আমা-নাতাকুম অ খাওয়াতীমা আ'মা-লিকুম" (আমি তোমাদের দ্বীন, তোমাদের আমানতসমূহ এবং তোমাদের আমালের সমাপ্তিপর্যায়কে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিচ্ছি)। (সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ২৬০১) আর বিদায়দাতারা তার জন্যও এইভাবে দুআ করবে

যে, আল্লাহ তোমাকে তাক্বওয়ার দ্বারা ভূষিত করুন! তোমার গুনাহ ক্ষমা করুন এবং যেখানেই তুমি থাক তোমার জন্য কল্যাণকে সহজসাধ্য করুন! রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِنَّ لُقْمَانَ الْحَكِيْمَ كَانَ يَقُوْلُ: إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ إِذا اسْتُوْدِعَ شَيْئاً حَفِظَهُ)) [رواه أحمد]

"লুকমান হাকীম বলতেন যে, মহান আল্লাহর হিফাযতে কোনো কিছু ছেড়ে গলে, তিনি তার হিফাযত করেন।" (আহমদ) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-যখন কাউকে বিদায় দিতেন, তখন বলতেন,

((أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ)) [رواه الترمذي]

"আসতাওদিউল্লাহা দ্বীনাকা অ আমা-নাতাকা অখাওয়াতীমা আ'মা-লিকা" (আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানতসমূহ এবং তোমার আমলের সমাপ্তিপর্যায়কে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিচ্ছি)। (সহীহ সুনানে তিরমিযী)

৪। তিনজন বা চারজন কিংবা তারও অধিক উপযুক্ত সঙ্গী সহ সফর করবে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((اَلرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ)) [رواه الترمذي وأبوداود]

"একজন সাওয়ার হচ্ছে একটি শয়তান। আর দু'জন সাওয়ার দু'টি শয়তান। আর তিনজন সাওয়ার হচ্ছে কাফিলা।" (সহীহ সুনানে তিরমিযী ও আবূ দাউদ ১৬৭৪-২৬০৭) তিনি আরো বলেছেন,

((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ، مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ)) [البخاري]

"একাকিত্বের কঠিনতার ব্যাপারে যতটা আমি জানি, মানুষ যদি তা জনত, তাহলে কেউ রাতে একা সফর করতো না।" (বুখারী)

৫। একাধিক মুসাফির হলে, তারা আপসে পরামর্শ করে তাদেরই মধ্য থেকে একজনকে আমীর নির্বাচন করে নিবে, যে তাদের নেতৃত্ব দিবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ)) [رواه أبو داود]

"যদি তিনজন সফরে বের হয়, তাহলে তারা যেন নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর নির্বাচন করে নেয়।" (সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ২৬০৮)

৬। সফরের পূর্বে ইস্তিখারার নামায পড়ে নিবে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-সাহাবী-দেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি তাঁদেরকে প্রত্যেক ব্যাপারে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার মত ইস্তিখারার নামায শিক্ষা দিতেন। (বুখারী)

৭। সাওয়ারীর উপর আরোহণ করার সময় তিনবার তকবীর পাঠ করে এই দুআটি পড়বে।

((سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَـذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَـذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالخَلِيْفَةُ فِي الْأَهلِ، اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِن وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ)) [مسلم]

"সুবহা-নাল্লাযী সাখ্যারা লানা-হাযা অমা-কুন্না-লাহু মুক্বরিনীন অ ইন্না-ইলা-রাব্বিনা-লামুনক্বালিবূন, আল্লা-হুম্মা ইন্না-নাসআলুকা ফী সাফারিনা-

হাযা আল-বিররা অত্তাক্বওয়া অ মিনাল আমালি মা-তারযা, আল্লাহুম্মা হাউবিন আলাইনা সাফারিনা-হাযা অত্ববি আন্না-বু'দাহু আল্লাহুম্মা আন্তাসসাহিবু ফিসসাফারি অলখা- লীফাতু ফিল আহলি, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন অ'ষা-য়িসসাফার অ কা-আবাতিল মানযার অ সূ-য়িল মুনক্বালিবি ফিল মা-লি অল আহলি" (পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন; যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না। আর একদিন তো আমাদেরকে আমাদের প্রভুর নিকট ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ! আমরা এই সফরে তোমার নিকট পুণ্য ও তাকওয়ার প্রার্থনা কামনা করছি এবং এমন আমলের সামর্থ্য তোমার নিকট চাইছি, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এই যাত্রাকে সহজ সাধ্য করে দাও এবং তার দূরত্বকে আমাদের জন্য হ্রাস করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি এই সফরে আমাদের সাথী, আর আমাদের পরিবার-পরিজন এবং মাল-সম্পদের তুমি রক্ষণাবেক্ষণকারী। হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি সফরের ক্লেশ হতে এবং অবাঞ্ছিত দৃশ্য দর্শন হতে ও প্রত্যাবর্তনকালে সম্পদ ও পরিজনের ক্ষয়-ক্ষতির অনিষ্টকর দৃশ্য দর্শন থেকে)। (মুসলিম)

৮। বৃহস্পতিবার দিনের প্রথম দিকে সফরে বের হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((اَللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا)) [رواه أبوداود والترمذي]

"হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে দিনের প্রথমাংশে বরকত দান কর।" (সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ও তিরমিযী) অনুরূপ রাসূলুল্লাহ-ﷺ-থেকে প্রমাণিত যে, তিনি বৃহস্পতিবার দিনের প্রথম দিকে সফরে বের হতেন।

৯। যখনই কোনো উচ্চস্থানে আরোহণ করবে, তকবীর পাঠ করবে। আবূ হুরাইরা-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

((أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ الله! إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أُسَافِرَ فَأَوْصِنِيْ، قَالَ: عَلَيْكَ بِتَقْوَى الله، وَالتَّكْبِيْرِ عَلَى كُلِّ شَرْفٍ)) [رواه الترمذي وابن ماجة]

"এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সফর করব। তাই কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং যখনই কোনো উচ্চস্থানে আরোহণ করবে, তকবীর পাঠ করবে (সহীহ সুনানে তিরমিযী ও ইবনে মাজা ৩৪৪৫-২৭৭১)

১০। কাউকে ভয় করলে নিম্নের দুআটি পড়বে।

((اَللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ)) [رواه أبوداود]

"হে আল্লাহ! আমরা শত্রুদের শত্রুতা ও তাদের ক্ষতি সাধনের মুকাবিলায় তোমাকে রাখছি এবং তাদের অনিষ্ট হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ১৫৩৭)

১১। সফরে খুব বেশী বেশী দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনা করবে। কেননা, সফরে দুআ গৃহীত হয়। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((ثَلاَثُ دَعْوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيْهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ)) [رواه الترمذي وابن ماجة]

"তিন ব্যক্তির দুআ গ্রহণ করা হয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অত্যাচারিত ব্যক্তির দুআ, মুসাফিরের দুআ এবং সন্তানদের জন্য পিতা-মাতার দুআ।" (সহীহ সুনানে তিরমিযী ও ইবনে মাজা ১৯০৫-৩৮৬২)

১২। যখন কোনো স্থানে অবতরণ করবে, তখন নিম্নের দুআটি পড়বে,

((أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ)) [رواه مسلم]

"আঊযু বিকালিমা-তিল্লাহিততা-স্মা-তি মিন শাররি মা-খালাক্ব" (আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্য দ্বারা তাঁর সৃষ্টির অপকার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। (মুসলিম) আর যখন রাত ঘনিয়ে আসবে, তখন বলবে,

يَا أَرْضُ رَبِّيْ وَرَبُّكِ اللهُ، إِنِّيْ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيْكِ وَ شَرِّ مَا خُلِقَ فِيْكِ، وَشَرِّ مَا يَدُبُّ عَلَيْكِ، وَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ، وَمِنَ الحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ، وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَمِن وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ)) [رواه أحمد و أبوداود]

"ইয়া-আরযু রাব্বী অ রাব্বরকাল্লা-হ, ইন্নী আঊযু বিল্লাহি মিন শাররিক অ শাররি মা-ফীক অ শাররি মা-খুলিক্বা ফীক অ শাররি মা-ইয়াদুব্বু আলাইক অ আঊযু বিল্লা-হি মিন শাররি আসাদিন অ আসওয়াদিন অ মিনাল হায়্যাতি অল আক্বরাব অ মিন সা-কিনিল বালাদি অ মিন ওয়ালিদিন অমা-অলাদ" (হে যমীন! তোমার ও আমার প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ। আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তোমার অনিষ্টকারিতা থেকে, তোমার ভিতরে যা আছে, তার অনিষ্টকারিতা থেকে এবং তোমার উপর যা কিছু চরে বেড়ায়, তার অনিষ্টকারিতা থেকে। আর আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি বাঘ ও কাল সাপ থেকে এবং অন্য সব রকমের সাপ বিচ্ছু থেকে, আর শহরবাসীদের অনিষ্টকারিতা থেকে এবং জন্মদানকারী ও যা জন্ম লাভ করেছে, তার অনিষ্টকারিতা থেকে)। (আবূ দাউদ)

১৩। একাকিত্বের ভয় অনুভব করলে, নিম্নের দুআটি পড়বে।

((سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ رَبِّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ جُلِّلَتِ السَّمَوَاتُ بِالْعِزَّةِ

وَالْجَبْرُوْتِ)) [رواه الطبراني في المعجم الكبير]

"আমি পবিত্র বাদশাহ, জিবরীল ও সমস্ত ফেরেশতার প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যার গৌরব ও মহা শক্তির দ্বারা আকাশমন্ডলী ছেয়ে আছে।" হাদীসটি ইমাম ত্বাবরানী 'মু'জামুল কাবীর' এ বর্ণনা করেছেন)

১৪। প্রত্যাবর্তনকালে তিনবার তাকবীর পাঠ করবে এবং (পূর্বে উল্লিখিত) সফরেরটি পড়বে, সেই সাথে নিম্নের দুআটি বর্ধিত করবে।

((آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ)) [رواه البخاري ومسلم]

'আমরা এখন (সফর হতে) প্রত্যাবর্তন করছি, তাওবা করতে করতে, ইবাদতরত অবস্থায় এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসা করতে করতে।" রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এইভাবেই সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে করেছেন।

১৫। পরিবারদের নিকট রাতে ফিরবে না। কাউকে তার আসার সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আগেই পাঠিয়ে দিবে। যাতে তার আসা তাদের জন্য হঠাৎ না হয়। কারণ এটাই ছিল নবী করীম-ﷺ-এর তরীকা।

১৬। কোনো মহিলা মাহারাম (স্বামী অথবা যার সাথে তার বিবাহ হারাম) ব্যতীত সফর করবে না। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لاَ يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ عَلَيْهَا)) [رواه البخاري ومسلم]

"যে মহিলা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী তার জন্য বৈধ নয় যে, সে মাহারাম ব্যতীত একদিন ও একরাতের দূরত্বে সফর করবে।" (বুখারী-মুসলিম)

পোশাক-পরিচ্ছদের আদব

প্রত্যেক মুসলিমকে পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে নিম্নে বর্ণিত আদব-সমূহের খেয়াল রাখতে হবে।

১। রেশমের তৈরী কোনো পোশাক পরিধান করবে না। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন

((حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ)) [الترمذي]

"রেশম ও সোনা আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে এবং তাদের মহিলাদের জন্য তা হালাল করা হয়েছে।" (সহীহ সুনানে তিরমিযী ১৭২০)

২। গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরবে না। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ)) [رواه البخاري]

"লুঙ্গির যে অংশটুকু পায়ের গাঁটের নীচে যাবে, সে অংশটা জাহান্নামে যাবে।" (বুখারী)

৩। সাদা রঙের পোশাককে অন্যান্য পোশাকের উপর প্রাধান্য দিবে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((اَلْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبِيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ))

"সাদা পোশাক পরিধান কর, কারণ এটা পবিত্র ও উৎকৃষ্টতর। আর সাদা কাপড়েই তোমাদের মৃতদের দাফন কর।" (নাসায়ী)

৪। মহিলা এমন লম্বা পোশাক পরিধান করবে, যা তার উভয় পাকে ঢেকে রাখবে। আর মাথায় উড়না ফেলে রাখবে, যা তার বক্ষোদেশকে আবৃত রাখবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب ٥٩]

"হে নবী! তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও ঈমানদার লোকদের স্ত্রীগণকে বলে দাও, তারা যেন নিজেদের উপর চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে রাখে।" (সূরা আহযাব ৫৯) তিনি আরো বলেন,

﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ﴾ [النور ٣١]

"আর মু'মিন স্ত্রীলোকরা যেন নিজেদের বক্ষোদেশের উপর উড়নার চাদর ফেলে রাখে। আর নিজেদের স্বামী ও পিতা ব্যতীত অন্য কার সামনে সৌন্দর্যের প্রদর্শন যেন না করে।" (সূরা নূর ৩১)

৫। সোনার আংটি ব্যবহার করবে না। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ)) [رواه الترمذي]

"রেশম ও সোনা আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে এবং তাদের মহিলাদের জন্য তা হালাল করা হয়েছে।" (সহীহ সুনানে তিরমিযী ১৭২০) তবে রূপোর আংটি ব্যবহার করাতে কোনো দোষ নাই।

৬। শুধু এক পায়ে জুতা পরে চলবে না। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন

((لاَ يَمْشِي أَحَدُكُمْ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُحْفِهِمَا جَمِيْعاً، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيْعًا)) [رواه البخاري ومسلم]

"তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতো পরে না হাঁটে। হয় উভয় পাকে অনাবৃত রাখবে অথবা উভয় পায়ে জুতো পরবে।" (বুখারী-মুসলিম) আর

জুতো পরার সময় ডান দিক দিয়ে আরম্ভ করবে। তবে খুলার সময় বাম দিক থেকে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِيْنِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ)) [رواه البخاري ومسلم]

"যখন তোমাদের কেউ জুতা পরিধান করবে, সে যেন ডান দিক থেকে আরম্ভ করে। আর খুলার সময় যেন বাম দিক থেকে শুরু করে।" (বুখারী-মুসলিম) অনুরূপ রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর পোশাক পরিধান করার ব্যাপারে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন,

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ فِيْ تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ)) [رواه البخاري ومسلم]

"তিনি জুতো পরিধান করা, চিরুনি করা এবং পবিত্রতা অর্জন সহ প্রত্যেক ব্যাপারে ডান দিক থেকে আরম্ভ করাকেই পছন্দ করতেন।" (বুখারী-মুসলিম)

৭। পুরুষরা মহিলাদের আর মহিলারা পুরুষদের পোশাক পরিধান করবে না। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কর্তৃক এরা অর্ভিশপ্ত। হাদীসে এসেছে যে,

((لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ)) [رواه أبوداود]

"আল্লাহর রাসূল-ﷺ-সেই পুরুষকে অভিসম্পাত করেছেন, যে মহিলার পোষাক পরে এবং সেই মহিলাকে অভিসম্পাত করেছেন, যে পুরুষের পোষাক পরিধান করে।" (সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ৪০৯৮) অনুরূপ যে পুরুষরা মহিলাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে এবং যে মহিলারা পুরুষদের

সাদৃশ্য গ্রহণ করে, তাদের প্রতিও অভিসম্পাত করা হয়েছে। (বুখারী ৮। নতুন পোশাক পরিধান করার সময় নিম্নের দুআটি পড়বে।

((اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ)) [رواه أبوداود والترمذي]

"আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আন্তা কাসাউতানীহি, আসআলুকা খায়রাহু অ খায়রা মা-সুনিয়া লাহু অ আঊযু বিকা মিন শাররিহি অ শাররি মা-সুনিয়া লাহু" (হে আল্লাহ! তোমারই সকল প্রশংসা। তুমিই এ কাপড় আমাকে পরালে। আমি তোমার নিকট এর মধ্যে নিহিত কল্যাণের কামনা করছি এবং ঐ কল্যাণেরও প্রত্যাশী, যার জন্য এটি তৈরী করা হয়েছে। আর এ কাপড়ের অনিষ্টকারিতা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং ঐ অনিষ্টকারিতা থেকেও, যার জন্য এটি তৈরী করা হয়েছে)। (সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ও তিরমিযী ৪০২০-১৭৬৭)

প্রাকৃতিক অভ্যাসের প্রতি আদব

প্রকৃতিগত পাঁচটি আচরণ (নবীগণের তরীকা) নবী করীম-ﷺ-কর্তৃক স্বীকৃত। তিনি-ﷺ- বলেছেন,

((خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ، الْخِتَانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَتَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبُ)) [رواه البخاري ومسلم]

প্রকৃতিগত আচরণ (নবীগণের তরীকা) পাঁচটি। (১) খাতনা করা। (২) লজ্জাস্থানের লোম কেটে পরিষ্কার করা। (৩) নখ কাটা। (৪) বগলের লোম ছিঁড়া ফেলা। (৫) গোঁফ ছেঁটে ফেলা। (বুখারী, মুসলিম)

১। মুসলিম নাভির নীচের লোম ব্লেড, ক্ষুর ইত্যাদি দিয়ে পরিষ্কার করতে পারবে।

২। খাতনা বলতে, যে চামড়া পুরুষের লজ্জাস্থানের মাথা ঢেকে রাখে, তা কর্তন করা। জন্মের পর সপ্তম দিনে এ কাজ করা ভাল। তবে বিলম্ব করাতেও কোনো দোষ নাই।

৩। মোঁচ খাট করবে এবং দাড়ি বাড়াবে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى...)) [رواه مسلم]

"মোঁচ খাটো কর এবং দাড়ি বাড়াও।" (মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন,

((خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى)) [رواه البخاري ومسلم]

"মুশরিকদের বিরোধিতা ক'রে তোমরা মোঁচ খাটো কর এবং দাড়ি বাড়াও।" (বুখারী, মুসলিম) তবে 'কাযআ' করা থেকে বিরত থাকবে। আর 'কাযআ' হল, মাথার কিছু অংশ নেড়া করা এবং কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়া। ইবনে উমার-ﷺ-বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-'কাযআ' করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, মুসলিম) যদি কেউ কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত চুল রাখে, তাহলে পরিষ্কার-পরিছন্ন ও চিরুনি ক'রে তার সম্মান করবে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলছেন,

((مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ)) [رواه أبوداود]

"যার চুল আছে, সে যেন (যত্ন নিয়ে) তার সম্মান করে।" (সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ৪১৬৩)

৪। বগলের চুল ছিঁড়ে ফেলার কথা বলা হয়েছে। তবে ছিঁড়তে না পারলে চেঁচে নিবে।

৫। নখ কাটাও অভ্যাসগত আচরণেন অন্তর্ভুক্ত। নিয়ম হল, আগে ডান হাতের নখ কাটবে ও পরে বাম হাতের। অতঃপর ডান পায়ের ও পরে বাম পায়ের।

মুসলিম এই কাজগুলো রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর আনুগত্য ও তাঁর অনুসরণের নিয়ত ক'রে করবে, তাহলে সে সাওয়াবের অধিকারী হবে। কারণ, নেকী নিয়তের উপর নির্ভরশীল। মানুষ যা নিয়ত করে, তা-ই সে পায়।

ঘুমের আদব

মুসলিমরা মনে করে যে, নিদ্রা বা ঘুম আল্লাহর এমন এক নিয়ামত, যা তিনি তাঁর বান্দাদেরকে দিয়ে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [القصص ٧٣]

"তিনিই নিজ করুণায় তোমাদের জন্য রাত ও দিন সৃষ্টি করেছেন; যাতে রাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার এবং দিনে তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" (সূরা ক্বাসাস ৭৩) আর আল্লাহর এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা হল, নিম্নে বর্ণিত আদবগুলোর যত্ন নেওয়া।

১। ঈশার নামাযের পর কোনো বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত নিদ্রা যেতে বিলম্ব করবে না। আর বিশেষ প্রয়োজন বলতে যেমন, জ্ঞানচর্চা করা, মেহমানের সহিত কথোপকথন অথবা স্ত্রীর সাথে ভালবাসা বিনিময় ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছ। কেননা, আবূ বারযা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا)) رواه [البخاري ومسلم]

'রাসূলুল্লাহ-ﷺ-ঈশার আগে শোয়া এবং ঈশার পর কথোপকথন অপছন্দ করতেন।" (বুখারী-মুসলিম)

২। অযূ ক'রে ঘুমাতে চেষ্টা করবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বারা ইবনে আযিব-ﷺ-কে বলেছিলেন,

((إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ)) [رواه البخاري ومسلم]

"তুমি যখন শোয়ার জন্য বিছানায় যাওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন নামাযের ন্যায় অযূ করে নিবে। তারপর ডানকাতে শুয়ে পড়বে।" (বুখারী, মুসলিম)

৩। প্রথমে ডানকাতে শোবে এবং ডান পার্শ্বদেশকে বালিশ বানিয়ে নিবে। পরে বামকাতে হয়ে গেলে, তাতে কোনো দোষ নাই। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ)) [رواه البخاري ومسلم]

"তুমি যখন শোয়ার জন্য বিছানায় যাওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন নামাযের ন্যায় অযূ করে নিবে। তারপর ডানকাতে শুয়ে পড়বে।" (বুখারী, মুসলিম)

তিনি আরো বলেছেন,

((إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ وَأَنْتَ طَاهِرٌ فَتَوَسَّدْ يَمِيْنَكَ)) [رواه أبوداود]

"যখন তুমি পবিত্রাবস্থায় বিছানায় যাবে, তখন নিজের ডান পার্শ্বদেশকে বালিশ বানিয়ে নেবে।" (সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ৫০৪৭)

৪। রাতে অথবা দিনে শয়নকালে উপুড় হয়ে শোবে না। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এক ব্যক্তিকে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে বলেছিলেন,

((إِنَّ هَذِه ضَجْعَةٌ لاَيُحِبُّهَا اللهُ)) [رواه الترمذي]

"উপুড় হয়ে শোয়াকে আল্লাহ অপছন্দ করেন।" (সহীহ সুনানে তিরমিযী)

৫। সাধ্যানুসারে শয়নকালে প্রমাণিত দুআগুলো পাঠ পরবে। যেমন, ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩বার 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট আলী ও ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁদের সহযোগিতার জন্য একজন খাদেম চাইলে, তিনি বলেছিলেন,

((أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سألْتُمَاهُ؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا اللهَ أَرْبَعاً وَ ثَلاَثِيْنَ، وَاحْمَدَا ثَلاَثاً وَثَلاَثِيْنَ، وَسَبِّحَا ثَلاَثاً وَثَلاَثِيْنَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ)) [رواه البخاري ومسلم]

"তোমরা যা চেয়েছ, তার থেকে উত্তম জিনিসের কথা কি তোমাদেরকে বলব না? তা হল, যখন তোমরা তোমাদের বিছানায় যাবে, তখন ৩৪বার 'আল্লাহু আকবার' ৩৩বার 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং ৩৩বার 'সুবহানাল্লাহ' পাঠ করে নিবে। এটা তোমরা যা চেয়েছ, তার থেকেও তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে।" (বুখারী-মুসলিম)

২। অনুরূপ সূরা 'ফাতিহা' সূরা 'বাক্বারা'র প্রথম চারটি আয়াত, 'আয়াতুল কুরসী' সূরা 'বাক্বারা'র শেষাংশ, 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' 'কুলআউযু

বিরাব্বিল ফালাক্ব' এবং 'কুলআউযু বিরাব্বিন্নাস' পাঠ করবে। কারণ, হাদীসে এগুলো পাঠ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। (বুখারী ও অন্যান্য হাদীসের কিতাবে। উল্লিখিত আয়াত ও সূরাগুলির ফযীলতের কথা উল্লেখে হয়েছে)

৩। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে এই দুআটি পড়বে।

((اَلْحَمْدُ لله الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ)) [رواه البخاري ومسلم]

"আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা বা'দা মা-আমা-তানা-অ ইলাইহিন্নুশূর" (সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করেন। আর আমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে)।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়
৩	আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা
১০	সাহাবাদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা
১৪	নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ব্যাপারে মুসলিমের ধারণা
১৬	আল্লাহর প্রতি আদব
২১	আল্লাহর কালামের প্রতি আদব
২৩	রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর প্রতি আদব
৩১	পিতা-মাতার অধিকার
২৪	সন্তান-সন্ততিদের অধিকার
৩৬	ভাইদের প্রতি আদব
৩৭	স্বামী-স্ত্রীর অধিকার
৪৬	আত্মীয়দের প্রতি আদব
৪৭	প্রতিবেশীদের প্রতি আদব
৫১	মুসলিমের প্রতি আদব ও তার অধিকার
৬২	অমুসলিমদের প্রতি আদব
৬৭	পশুজাতের প্রতি আদব
৭১	মজলিস ও বসার আদব
৭৩	রাস্তার পাশে বসলে তার আদব
৭৬	পানাহারের আদব
৮৫	সফরের আদব
৯২	পোশাক-পরিচ্ছদের আদব
৯৫	প্রাকৃতিক অভ্যাসের প্রতি আদব
৯৭	ঘুমের আদব